প্রকাশনায়:
মাকতাবাতুল মদীনা

ফয়যানে মদীনা

মে ২০২৪

- সামান্য খাবার পরিপূর্ণ হয়ে গেলো
- দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত
- হযরত আবু কাতাদা رضی اللہ عنہ
- গ্রাম্যলোকদের প্রশ্ন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ'র উত্তর (পর্ব। ৬)
- মর্যাদা রক্ষার প্রতি খেয়াল রাখুন (১ম পর্ব)
- লেখকবৃন্দ মনোযোগী হোন

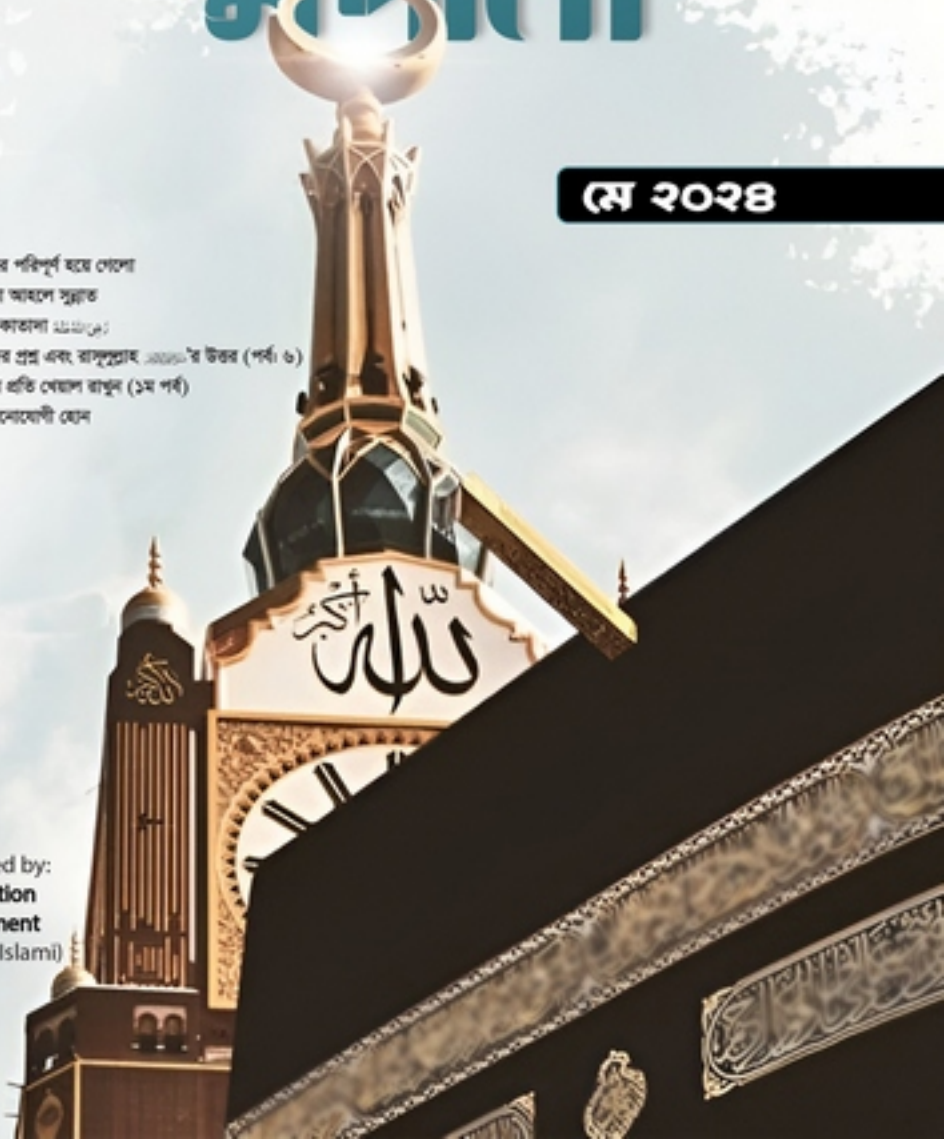

Translated by:
Translation Department
(Dawat-e-Islami)

ফয়যানে মদীনা

মে ২০২৪

উপস্থাপনায় :

অনুবাদ বিভাগ

দা'ওয়াতে ইসলামী

প্রকাশনায় :

মাকতাবাতুল মদীনা

দা'ওয়াতে ইসলামী

মাদানী চ্যানেল বাংলা

দেখতে থাকুন

সামান্য খাবার পরিপূর্ণ হয়ে গেলো

সৈয়দ ইমরান আখতার আত্তারী মাদানী

সর্বশেষ নবী, মক্কী মাদানী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুজিযাসমূহ শুধু মানুষকে ইসলামে সম্পৃক্ত করা বা ঈমানী শক্তি বৃদ্ধিরই মাধ্যম ছিলো না বরং গুরুতর পরিস্থিতিতে মারাত্মক অসুবিধা থেকেও রক্ষা করতো। যেমনটি হযরত আইয়াস বিন সালামা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে একটি যুদ্ধে গেলাম, তখন সেখানে আমরা অভাবে পড়ে গেলাম, এমনকি আমরা আমাদের কিছু বাহন জবাই করতে চাইলাম, কিন্তু নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের নির্দেশ দিলেন যে, আমরা যেনো আমাদের পাথেয় জড়ো করি, তারপর একটি চামড়ার দস্তরখানা বিছানো হলো, যার উপর সকলের পাথেয় জড়ো করা হলো। বর্ণনাকারী বলেন যে, আমি এই চামড়ার টুকরোটি পরিমাপ করতে এগিয়ে গেলাম, তখন আমার অনুমান অনুযায়ী তা একটি ছাগলের বসার স্থানের সমান ছিলো, অথচ আমাদের সেনাবাহিনীতে চৌদ্দশত লোক ছিলো, আমরা সবাই সেই খাবার খেলাম, এমনকি আমরা সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম, অতঃপর আমরা আমাদের খাবারের ব্যাগ পূর্ণ করে নিলাম। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: অযুর পানি আছে কি? এক ব্যক্তি বদনায় সামান্য পানি নিয়ে আসলো, তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেই পানি একটি পাত্রে ঢেলে দিলেন এবং আমরা সবাই তা দিয়ে ভালভাবে অযু করলাম।

(মুসলিম, ৭৩৭ পৃষ্ঠা, হাদীস ৪৫১৮)

سُبْحٰنَ اللهُ! এটা ছিলো আমাদের প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুজিযা যে, সামান্য খাবার ১৪০০ লোকের জন্য যথেষ্ট হয়ে গেলো, কেননা একটি ছাগল মাটিতে বস যতটুকু জায়গা জুড়ে রাখে, ততটুকু জায়গায় যদি খাবার রাখা হয় তবে হয়তো সেই খাবার দশ বা পনের জনের জন্য যথেষ্ট হবে অথবা সর্বোচ্চ পঁচিশ বা ত্রিশ জন তা খেতে পারবে, কিন্তু এতো অল্প খাবারে ১৪০০ সৈন্যের পেট ভরে যাওয়া এবং তাদের সবার অযুর জন্যও একটি পাত্রের সামান্য পানিও কম না হওয়া আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

এর মুজিযার কারণেই সম্ভব হলো। এই ঘটনা থেকে কিছু বিষয় শিখতে পেরেছি:

- সাধারণ পরিস্থিতিতেও এবং বিশেষকরে কঠিন সময়ে আলাদা আলাদা দল গঠনের পরিবর্তে ঐক্যের শক্তি পরীক্ষা করা উপকারী হয়ে থাকে।
- সমস্যার এমন সাময়িক সমাধান করা ঠিক নয়, যা দ্বারা সমস্যা শেষ হওয়ার পরিবর্তে কিছু সময়ের জন্য এড়িয়ে যায় অতঃপর তা আবারো সামনে চলে আসে।
- কঠিন পরিস্থিতিতে বাহনের মতো গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের সুরক্ষা করা উচিত এবং চরম বাধ্যতা ব্যতীত তা নষ্ট করা উচিত নয়।
- যদি কোনো ব্যাপারে আপনার নিকট আরো ভালো পরামর্শ থাকে তবে সহানুভূতি প্রদর্শন করে তা অন্যদের সামনে উপস্থাপন করা উচিত।
- কারো ভালো পরামর্শ গ্রহণ করা, আপনাকে বিপদ থেকে বাঁচাতে পারে।
- গুরুতর ও সংকটময় মুহূর্তে অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণে রেখে সময় ও পরিস্থিতি অনুযায়ী সময়োপযোগী সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া উচিৎ।
- কাজের সুদূরপ্রসারী পরিণতির দিকে দৃষ্টি দেয়া সঠিক ও ভুলের পার্থক্যের জন্য জরুরী।

নেকী কী?

মাওলানা মুহাম্মদ জাবেদ আজরী মাদানী

আমাদের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَة অর্থাৎ প্রত্যেক নেকী সদকা। (বুখারী, ৪/১০৫, হাদীস: ৬০২১)

আপনি হয়তো "নেকী" শব্দটি শুনেছেন, আজ আমি আপনাকে বলবো যে, নেকী কাকে বলে, নেকী কী। নেকীকে আরবীতে مَعْرُوْفٍ বলা হয়। শরহে তায়্যিবীতে রয়েছে: প্রতিটি সেই কাজ নেকী, যার মাধ্যমে আল্লাহ পাকের আনুগত্য ও নৈকট্য লাভ হয়। অর্থাৎ নেকী এমন একটি ভালো কাজ যে, যখন মানুষ তা দেখে তখন এর নেকী হওয়াকে অস্বীকার না করে। উদাহরণস্বরূপ; মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং প্রফুল্লতার সাথে সাক্ষাৎ করা ইত্যাদি। (শরহে তায়্যিবী, ৪/১১৭, ১৮৯৩ নং হাদীসের পাদটীকা) অর্থাৎ প্রত্যেক নেক কাজের সাওয়াব, সম্পদ সদকাকারীর সাওয়াবের ন্যায়।

(আদ দিবাজ লিস সুয়ূতি, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৭৭ ১০০৫ নং হাদীসের পাদটিকা)

প্রিয় বাচ্চারা! এই ব্যাখ্যা অনুসারে নেকীর অর্থ ও সারমর্ম অনেক বিস্তৃত, অতএব আমরা চেষ্টা করলে অনেকগুলো নেক আমল করে সদকার সাওয়াব অর্জন করতে পারি। অনেকগুলো সহজ নেকী করে আমরা আমাদের প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করতে পারি। আমি আপনাকে এমন কিছু নেক আমলের কথা বলবো যার উপর আমল করলে আপনি সদকার সাওয়াব পেতে পারেন। যেমন; যখন কারো সাথে সাক্ষাৎ করবেন তখন হাসিমুখে তার সাথে সাক্ষাৎ করুন, তদ্রুপ দুর্বল ও বৃদ্ধ লোকদের সাহায্য করা, কোনো অন্ধকে পথ দেখানো বা রাস্তা পাড় করানো, বাড়ির কাজে মা বোনের কাজে সাহায্য করা, নিজের মা-বাবার সেবা করা, তাদের হাত-পা টিপে দেয়া, এ ধরনের যতো ভালো কাজ রয়েছে, তা নেকীর কাজই এবং সব বাচ্চাদের করা উচিত, আপনি যখন নেকী করবেন তখন আল্লাহ পাক আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং আপনি জান্নাত অর্জন করবেন। اِنْ شَآءَ الله

আল্লাহ পাক আমাদেরকে নেক আমল করার ও গুনাহ থেকে বিরত থাকার তৌফিক দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত

মুফতী আবু মুহম্মদ আলী আসগার আত্তারী মাদানী

(১) বিল্ডারদের আরো টাকা দাবী করা কেমন?

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরাম কি বলেন এই মাসআলার ব্যাপারে যে, আমি একটি নির্মাণাধীন ভবনে দুই বছর পূর্বে বিল্ডার থেকে ৬৩ লাখ টাকায় একটি ফ্লাট বুক করিয়েছি এবং কিছু টাকা এডভান্স হিসেবে দিয়ে দিয়েছি, এখন সিমেন্ট ও লোহার দাম অনেক বেড়ে গেছে, যার কারণে বিল্ডারের পক্ষ থেকে আরো টাকা দাবী করা হচ্ছে, বিল্ডারের সাথে চুক্তি হয়ে যাওয়ার পর আবারো টাকা দাবী করা কি সঠিক?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

জিজ্ঞাসিত অবস্থায় বিল্ডারের চুক্তি হয়ে যাওয়ার পর আবারো টাকা দাবী করা জায়িয নেই।

মাসআলার বিস্তারিত বিবরণ হলো যে, নির্মাণাধীন ভবনে ফ্লাট বুক করানো হলো "ইস্তিসনা বিক্রি", আর ফিকাহ শাস্ত্র অনুযায়ী ইস্তিসনা বিক্রির মাধ্যমে চুক্তি আবশ্যক হয়ে যায় এবং বিক্রেতা ও ক্রেতা কেউই এই চুক্তি থেকে ফিরে যেতে পারে না, অতএব উল্লেখিত অবস্থায় যখন বেচাকেনার সময় একটি মূল্য নির্ধারন করা হয়েছে, তো এখন এই নির্ধারিত মূল্যের বিনিময়ে ফ্লাট প্রস্তুত করে দেয়া বিল্ডারের দায়িত্ব, তার নিজে থেকে দাম বাড়ানোর শরয়ীভাবে অধিকার নেই। তবে যদি উভয় পক্ষ পরস্পর সন্তুষ্টিতে পুরোনো চুক্তি বাতিল করে নতুন চুক্তি করে তবে পরস্পরের সন্তুষ্টিতে নতুন দাম নির্ধারন করার

সুযোগ রয়েছে। কিন্তু এর জন্য জোড় করা যাবে না, যেমনটি সাধারনভাবে বিল্ডাররা একতরফা-ভাবে জোড় করে থাকে বা নিজেদের ইচ্ছাতেই অনির্ধারিত চার্জ বাড়িয়ে দেয়, এটা জায়িয নয়। (মাল হেদায়া মাআল বিনায়া, ৭/২১। তাবঈনুল হাকায়িক, ৪/১২৪। ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ১৭/৮৭। বাহারে শরীয়ত, ২/৬২৩)

وَاللّٰہُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُہٗ اَعْلَم صلَّی اللہ علیہ واٰلہٖ وسلَّم

(২) কাযা রোযার নিয়্যত কখন সঠিক?

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরাম কি বলেন এই মাসআলার ব্যাপারে যে, যায়িদের রাতে এই নিয়্যত ছিলো যে, যদি আমার সেহরীতে চোখ খুলে তবে আমি কাযা রোযা রাখবো, কিন্তু সেহরীর সময় যায়িদ কাযা রোযার নিয়্যত করাই ভুলে গেলো এবং সাধারন রোযার নিয়্যতে রোযা রাখলো, অতঃপর সকালে তার স্মরণ হলো যে, আমি তো আজ কাযা রোযা রেখেছিলাম। এখন জানতে চাই যে, এই অবস্থায় কি যায়িদ দিনে এই কাযা রোযার নিয়্যত করতে পারবে? দিনে নিয়্যত করে নেয়াতে কি তার কাযা রোযা হয়ে যাবে?

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَھَّابِ اَللّٰھُمَّ ھِدَایَۃَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

জিজ্ঞাসীত অবস্থায় যায়িদের সেই কাযা রোযাই আদায় হবে।

মাসআলার বিস্তারিত বিবরণ হলো যে, কাযা রোযার নিয়্যত রাতে বা একেবারে সুবহে সাদিকের সময়েই করা জরুরী, এরপর কাযা রোযার নিয়্যত সঠিক নয়, এখন যেহেতু বর্ণিত অবস্থায় যায়িদ রাতেই কাযা রোযার নিয়্যত করে নিয়েছিলো, অতঃপর যদিও সেহরীতে সে সাধারন রোযার নিয়্যতে করেছে কিন্তু কোথাও সেই কাযা রোযার নিয়্যত থেকে ফিরে আসা পাওয়া যায়নি, অতএব কাযা রোযার নিয়্যত রাতেই করে নেয়াতে তার সেই কাযা রোযা গন্য হবে। (রদ্দুল মুহতার মাআ দুররে মুখতার, ৩/৩৯৩। ফাতাওয়ায়ে আলমগিরী, ১/১৯৬। বাহরুর রায়েক, ৩/৪৫৮। ফাতাওয়ায়ে ফয়যুর রাসূল, ১/৫১২)

وَاللّٰہُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُہٗ اَعْلَم صلَّی اللہ علیہ واٰلہٖ وسلَّم

(৩) কিরান হজ্জে কুরবানির সামর্থ্য ছিলো না এবং আরাফার পূর্বে তিনটি রোযা রাখলো না, তবে হুকুম কি?

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরাম কি বলেন এই মাসআলার ব্যাপারে যে, যেই কিরান হজ্জ বা তামাত্তু হজ্জকারীর কুরবানি করার সামর্থ্য নেই, তবে তার উপর দশটি রোযা রাখা আবশ্যক। তিনটি রোযা আরাফার দিনের পূর্বে আর অবশিষ্ট সাতটি রোযা হজ্জের দিনগুলোর পর রাখবে। জানার ছিলো যে, যদি কেউ আরাফার দিনের পূর্বে তিনটি রোযা রাখলো না এবং কুরবানির দিন এসে গেলো, তবে এখন এমন ব্যক্তির জন্য হুকুম কি হবে? রোযা কি রাখতে পারবে নাকি কুরবানিই করতে হবে? শরয়ী নির্দেশনা প্রদান করুন।

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَھَّابِ اَللّٰھُمَّ ھِدَایَۃَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

জিজ্ঞাসিত অবস্থায় এমন ব্যক্তির উপর এখন কুরবানি করাই আবশ্যক হবে, রোযা রাখাতে কুরবানির ওয়াজিব আদায় হবে না।

“হজ্জের ২৭টি ওয়াজিব ও বিস্তারিত আহকামে” রয়েছে: “যদি ৯ যিলহজ্জ পর্যন্ত পূর্বে তিনটি রোযা না রাখে এমনকি নহরের দিন এসে গেলো, তবে এখন রোযা রাখা যথেষ্ট নয়, বরং কুরবানি করাই আবশ্যক কুরবানি না করলে তবে শুধু কুরবানি যিম্মায় বাকী থাকবে না বরং দেরী করা হলে তবে এর কারণে দমও আবশ্যক হবে।” (হজ্জের ২৭টি ওয়াজিব ও বিস্তারিত আহকাম, ১১১ পৃষ্ঠা। ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া, ১/২৩৯)

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صلَّى الله عليه واٰله وسلَّم

(৪) সাহিবে তারতীব (অর্থাৎ যার উপর শুধুমাত্র পাঁচ ওয়াক্তের কম নামায কাযা রয়েছে) কাযা পড়লো না এবং পরবর্তী নামায শুরু করে দিলো, তবে কি করবে?

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরাম কি বলেন এই মাসআলার ব্যাপারে যে, সাহিবে তারতীব ব্যক্তির ফজর কাযা হয়ে গেলো, সাহিবে তারতীব যোহরের নামায আলাদাভাবে পড়ছিলো, নামাযের মধ্যে তখনো এক রাকাতই পড়েছিলো তখন স্মরণে এসে গেলো যে, ফজরের কাযা নামায এখনো বাকী রয়েছে। জানার ছিলো যে, সাহিবে তারতীব যোহরের নামায পড়ছিলো, এখন কি যোহরের নামায পূর্ণ করবে নাকি ভঙ্গ করে দিবে? যোহরের নামাযের সময় শেষ হওয়ার অনেক সময় বাকী রয়েছে। শরয়ী নির্দেশনা প্রদান করুন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

জিজ্ঞাসিত অবস্থায় যোহরের নামায ভঙ্গ হয়ে গেলো, প্রথমে ফজরের কাযা নামায পড়বে এবং পরে আবারো নতুনভাবে যোহরের নামায আদায় করবে।

এই মাসআলার বিস্তারিত কিছুটা এরূপ; সাহিবে তারতীব ব্যক্তির উপর আবশ্যক হলো যে, কাযা নামায স্মরণ থাকা অবস্থায় প্রথমে কাযা নামায পড়বে, পরে ওয়াক্তি নামায পড়বে এবং ওয়াক্তি নামায আদায় করার সময় এটা স্মরণ আসলো যে, কাযা নামায রয়েছে এবং ওয়াক্তি নামাযের সময়ও অনেকখানি রয়েছে যে, কাযা নামায পড়ার পর ওয়াক্তি নামায আদায় করার সময় রয়েছে, যেমন: প্রশ্নে বর্ণনাকৃত অবস্থা, তো এই অবস্থায় যেই ওয়াক্তি নামায আদায় করছিলো তা ভঙ্গ হয়ে যাবে। অতএব সাহিবে তারতীব ব্যক্তির উপর আবশ্যক হবে যে, প্রথমে ফজরের কাযা নামায আদায় করবে অতঃপর যোহরের নামায আদায় করবে। (ফতাওয়ায়ে হিন্দিয়া, ১/১২২। ফতাওয়ায়ে আমজাদিয়া, ১ম অংশ, ১/২৭১,২৭২)

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صلَّى الله عليه واٰله وسلَّم

ব্যবসার আহকাম

মুফতী আবু
মুহাম্মদ
আলী আসগর
আত্তারী মাদানী

টাকার প্রয়োজন হলে বাধ্য হয়ে নিজের কিডনী বিক্রি করা কেমন?

প্রশ্নঃ ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, পরিবারের সদস্যের চিকিৎসার জন্য টাকা নেই এবং সে প্রচন্ড কষ্টে রয়েছে, তবে কি আমি তার চিকিৎসার জন্য নিজের কিডনী বিক্রি করতে পারবো?

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

উত্তরঃ জি না! কারো চিকিৎসার জন্য নিজের কিডনী বিক্রি করা জায়িয নয়, যদিওবা সে নিকটাত্মীয় হোক।

মাসআলাটির ব্যাখ্যা কিছুটা এরূপ; বেচাকেনার মৌলিক শর্তের মধ্যে এটাও যে, যেই জিনিস বিক্রি করবে, তা "মাল তথা পণ্য" হওয়া, আর মানুষের অঙ্গ পণ্য নয়, তাছাড়া এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিক্রি করা মানবিকতার পরিপন্থি, কেননা আল্লাহ পাক মানুষকে সম্মানীত বানিয়েছেন, সুতরাং একান্ত বাধ্য হলেও কারো নিজের অঙ্গ সমূহ থেকে কোন অঙ্গ বিক্রি করা জায়িয নয়, নিজের আর্থিক সমস্যার সমাধানের জন্য আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করুন এবং কাছের প্রিয়জনের চিকিৎসার জন্য অন্যান্য জায়িয উপায় অবলম্বন করুন।

মানুষের সম্মানের ব্যাপারে কুরআনে করীমে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

﴿وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِیْۤ اٰدَمَ وَ حَمَلْنٰهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّیِّبٰتِ وَ فَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِیْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیْلًا۠ ۝﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ এবং নিঃসন্দেহে আমি আদম সন্তানদেরকে সম্মান দিয়েছি এবং তাদেরকে স্থলে ও

জলে আরোহণ করিয়েছি আর তাদেরকে পবিত্র বস্তুসমূহ জীবিকারূপে দিয়েছি এবং তাদেরকে আপন বহু সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। (পারা ১৫, বনী ইস্রাঈল, ৭০)

এনায়া শরহে হেদায়ায় রয়েছে: "و جزء الآدمی ليس بمال... وما ليس بمال لايجوز بيعه" অর্থাৎ মানুষের অঙ্গ পণ্য নয় আর যেই জিনিষ পণ্য হবে না তা বেচাকেনা জায়িয নয়। (ইনায়া শরহে হেদায়া, ৩/৫৮৫)

ফতহুল কদীরে রয়েছে: "(ان الآدمی مکرم غير مبتذل: فلايجوز ان يکون شيئا من اجزائه مهانا و مبتذلا) وفی بيعه اهانة" অর্থাৎ মানুষ সম্মান ও মর্যাদা সম্পন্ন, সুতরাং কোন মানব অঙ্গের অপমান ও অবজ্ঞা করা, জায়িয নয় এবং মানব অঙ্গকে বিক্রি করাতে এর অপমান রয়েছে। (ফতহুল কদীর, ৬/৩৯১)

বাদায়িঈস সানায়িতে রয়েছে: "والآدمی بجميع اجزائه محترم مکرم، وليس من الکرامة والاحترام ابتذاله بالبيع والشراء" অর্থাৎ মানুষ তার সকল অঙ্গ সহকারে সম্মানীত ও মর্যাদাবান, বেচাকেনা করে এই অঙ্গ সমূহের অপমান করা, মানুষের সম্মান ও পবিত্রতার পরিপন্থি। (বাদায়িঈস সানায়ি, ৬/৫৬২)

وَاللّٰهُ اَعۡلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوۡلُهٗ اَعۡلَم صلَّی الله عليه واٰله وسلَّم

কারেন্ট একাউন্টে ফ্রি সার্ভিস নেয়া কেমন?

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরাম ও মুফতীয়ে শরয়ে মতীন এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, একটি ইসলামী ব্যাংকে একটি কারেন্ট একাউন্ট খোলা হলো, যাতে চেক বুক ফ্রি সার্ভিস, ফ্রি ট্রাঞ্জেকশন সার্ভিস, ফ্রি পে অর্ডার, ফ্রি ইন্টার ব্যাংকিং সার্ভিস সকল কারেন্ট একাউন্ট হোল্ডার্সকে প্রদান করা হয় এবং এই ফ্যাসিলিটিস নেয়ার জন্য একাউন্ট মেইনটেইন রাখারও শর্ত নেই। এমন কারেন্ট একাউন্ট খোলা কি জায়িয? এবং এই ফ্রি সার্ভিস সুদের অন্তর্ভূক্ত হবে না তো?

اَلۡجَوَابُ بِعَوۡنِ الۡمَلِکِ الۡوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الۡحَقِّ وَالصَّوَابِ

উত্তর: জিজ্ঞাসিত সুবিধা যদি সকল একাউন্ট হোল্ডারকে দেয়া হয়, একাউন্টে টাকা থাকুক বা না থাকুক, তবে এই সুবিধা ঋণ দ্বারা শর্তযুক্ত নয়, তা নেয়া জায়িয।

তবে হ্যাঁ! সেই সুবিধা যদি এই শর্তে দেয়া হয় যে, কারেন্ট একাউন্টে এত টাকা থাকতে হবে বা সূদী ব্যাংক হয়, তবে তারা যদি বলে সেভিংস একাউন্টে টাকা থাকলে তবেই এই সুবিধা পাবে, তবে এরূপ সুবিধা নেয়া হাদীসের হুকুম অনযায়ী নাজায়িয ও হারাম।

ঋণের দ্বারা শর্তযুক্ত লাভ হারাম। হাদীস শরীফে রয়েছে: "کل قرض جر منفعة فهو ربا" অর্থাৎ ঋণের অধিনে যেই লাভ নেয়া হয় তা হলো সূদ। (কানযুল উম্মাল, ৬/২৩৮, হাদীস ১৫৫১৬)

দুররে মুখতারে রয়েছে: "کل قرض جر نفعاً حرام" অর্থাৎ লাভের কারণ হওয়া ঋণ হারাম।

(দুররে মুখতার, ৭/৪১৩)

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ রদ্দুল মুহতারে এই ইবারতের অধিনে লিখেন: "اذاکان مشروطاً" অর্থাৎ শর্তযুক্ত লাভ হারাম।

(রদ্দুল মুহতার, ৭/৪১৩)

সায়্যিদী আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ

কে ঋণের অধিনে লাভ নেয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলো, তখন তিনি বলেন: "কোন ভাবেই জায়িয নেই।" (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ২৫/৬১৭)

সদরুশ শরীয়া মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "এভাবে (ঋণদাতা) কোন ধরনের লাভের শর্ত দিলে, তবে নাজায়িয।" (বাহারে শরীয়ত, ২/৭৫৯)

وَاللهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللهُ عليه واٰله وسلَّم

মুদারাবাতের লাভ নেয়া কেমন যখন জানা নেই যে, মুদারিব শরয়ী নিয়মের প্রতি খেয়াল রেখেছে কি না?

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, আমি শরয়ী নির্দেশনা নিয়ে এক ব্যক্তিকে মুদারাবাতের ভিত্তিতে টাকা দিয়েছি, সে এই টাকা দিয়ে ব্যবসা করেছে এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰه লাভও হয়েছে, এখন আমরা মুদারাবাত শেষ করছি, এখন আমার জন্য মুদারাবাতের লাভ নেয়া কেমন, কেননা আমি জানিনা যে, মুদারিব ব্যবসা শরয়ী নিয়ম অনুযায়ী করেছে কি না?

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

উত্তর: জিজ্ঞাসীত অবস্থায় আপনি যদি মুদারাবাতের সকল শর্তের প্রতি খেয়াল রেখে মুদারাবাতের চুক্তি করেন তবে আপনার জন্য মুদারাবাত থেকে অর্জিত হওয়া লাভ নেয়া হালাল, আর যতক্ষণ এটা জানবে না যে, মুদারিব এই লাভ হারাম পন্থায় উপার্জন করেছে, কেননা স্পষ্ট এটাই যে, সে এই লাভ হালাল পন্থায় উপার্জন করেছে।

দুররে মুখতারে রয়েছে: "دفع ماله مضاربة لرجل جاهل جاز اخذ ربحه ما لم يعلم انه اكتسب الحرام" অর্থাৎ কোন অজ্ঞ ব্যক্তিকে মুদারাবাতের ভিত্তিতে পণ্য দিলো, তবে মুদারাবাত থেকে অর্জিত হওয়া লাভ নেয়া জায়িয, যতক্ষণ এটা জানা হবে না যে, সে হারাম পন্থায় উপার্জন করেছে।

এর আলোকে রদ্দুল মুহতারে রয়েছে: "لان الظاهر انه اكتسب من الحلال" অর্থাৎ কেননা প্রকাশ্যভাবে সে হালাল পন্থায় উপার্জন করেছে হয়তো। (রদ্দুল মুহতার, ৭/৫১৮)

বাহারে শরীয়তে রয়েছে: "কোন অজ্ঞ ব্যক্তিকে মুদারাবাতের ভিত্তিতে টাকা দেয়া হলো, জানা নেই যে, জায়িয পন্থায় ব্যবসা করছে নাকি নাজায়িয পন্থায়, তবে লাভ হিসেবে তার অংশ নেয়া জায়িয, যতক্ষণ এটা জানবে না যে, সে হারাম পন্থাতেই ব্যবসা করেছে।"

(বাহারে শরীয়ত, ২/৮১৩)

وَاللهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللهُ عليه واٰله وسلَّم

হযরত আবু কাতাদা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ

আদনান আহমদ আত্তারী মাদানী

এক সফরে হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর সাহাবাদের ইরশাদ করেন: যদি তোমরা পানির সন্ধান না করো তবে সবাই পিপাসার্ত রয়ে যাবে। লোকেরা দ্রুত পানির সন্ধানে বের হয়ে গেলো কিন্তু একজন প্রাণ উৎসর্গকারী সাহাবা প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে রইলেন, প্রিয় নবীর তন্দ্রা এসে গেলো এবং বাহনের কুঁজ একদিকে ঝুঁকে যেতে লাগলো, তখন সাহাবীয়ে রাসূল তা ঠেলে দিলেন, তখন তা নিজের স্থানে দাঁড়িয়ে গেলো, (কিছুক্ষণ পর) কুঁজ আবারো ঝুঁকতে লাগলো, তখন সাহাবীয়ে রাসূল তা আবারো ঠেলে দিলেন, তখন তা আবারো আপন স্থানে ফিরে গেলো, কুঁজ তৃতীয়বার আবারো ঝুঁকতে লাগলো যে, এমনকি মাটিতে পড়ে যেতো, তা দেখে সাহাবীয়ে রাসূল আবারো একবার তা ঠেলে দিলেন কিন্তু রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জাগ্রত হয়ে গেলেন, জিজ্ঞাসা করলেন: কুঁজ এর সাথে কে? আরয করলেন: আবু কাতাদা! নবীয়ে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আবারো জিজ্ঞাসা করলেন: কখন থেকে সাথে চলছো? আরয করলেন: রাত থেকে! একথা শুনে হুযুরে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এভাবে দোয়া করলেন: আল্লাহ তোমাকে হেফাযত করুন, যেভাবে তুমি তাঁর রাসূলের হেফাযত করেছো।

(মুসনাদে আহমদ, ৮/৩৬৩, হাদীস ২২৬০৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা আবু কাতাদা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর আসল নাম হারিস বিন রিবঈ, কিন্তু আবু কাতাদা উপনামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

(আল আ'লামু লিয যুরকালী, ২/১৫৪)

ফযিলত ও মর্যাদা: তাঁকে অতিশয় বাহাদুর ঘোড়সওয়ারদের মাঝে গন্য করা হতো, তাঁকে ফারিসে রাসূলুল্লাহ (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহর ঘোড়সওয়ার) বলা হতো। (আল আ'লামু লিয যুরকালী, ২/১৫৪) একবার প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমাদের অনন্য ঘোড়সওয়ার হলো আবু কাতাদা এবং অনন্য পেয়াদা (পায়ে হেটে ভ্রমনকারি) হলো সালামা বিন আকওয়া رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا। (সিয়ারু আ'লামিন নুবলা,

৪/৮৮) তিনি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিরাপত্তা রক্ষী হিসেবে দায়িত্বও পালন করেছেন। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১১/৩৯৭) তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহন করেছেন নাকি করেননি তাতে মতানৈক্য রয়েছে, কিন্তু পরবর্তি সকল যুদ্ধে অংশগ্রহন করেছেন। (উসদুল গাবা, ৬/২৬৩)

রিসালতের দরবারে: একবার তিনি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলেন: আমার মাথায় বাবরী চুল রয়েছে, তা কি আঁচড়াবো? রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হ্যাঁ,আর এর সম্মান করো। অতএব তিনি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণীর কারণে কখনো দিনে দু'বার তেল লাগাতেন। (আল মুয়াত্তা ইমাম মালিক, ২/৪৩৫, হাদীস ১৮১৮) এক যুদ্ধের সময় রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কৃপাদৃষ্টি তাঁর দিকে উঠলো, তখন দোয়া করলেন: হে আল্লাহ! তার চুল ও চামড়ায় বরকত দাও, তার চেহারাকে সফল করে দাও। তিনি আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনাকেও। তখন হযরত আবু কাতাদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর চেহারায় একটি ক্ষত ছিলো, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার চেহারায় কি লেগেছে? আরয করলেন: তীর লেগেছিলো। রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: কাছে এসো, তিনি কাছে আসলেন তখন হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর মুখের থুথু তাঁর চেহারায় লাগিয়ে দিলেন, এর বরকত এমনভাবে প্রকাশ পেলো যে, না তো ব্যাথা হলো, না ক্ষতে পুঁজ হলো।

(মুস্তাদরাক, ৬/৬০৬, হাদীস ৬০৮৬)

মৃতের ঋণ শোধ করলেন: তাঁর অন্তরে নিজের মুসলমান ভাইয়ের জন্য মঙ্গল কামনার প্রেরণা পরিপূর্ণভাবে ভরা ছিলো, একবার এক সাহাবীর জানাযা আনা হলো, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: এই মৃতের যিম্মায় কি ঋণ আছে? লোকেরা আরয করলো: ১৮ দিরহাম ঋণ রয়েছে। (যার যিম্মায় ঋণ থাকতো প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার জানাযা পড়াতেন না) ইরশাদ করলেন: সে কি ঋণ শোধ করার জন্য কিছু রেখে গেছে? আরয করা হলো: মৃত ব্যক্তি কিছু রেখে যায়নি। ইরশাদ করলেন: তোমরা জানাযার নামায পড়িয়ে দাও, তখন তিনি আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যদি আমি তার ঋণ শোধ করে দিই তবে কি আপনি তার জানাযার নামায পড়িয়ে দিবেন? রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: যদি তুমি আদায় করে দাও তবে আমি তার নামায পড়াবো। তিনি তৎক্ষনাৎ গেলেন এবং ঋণ শোধ করে দিলেন এবং প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে গেলেন, অতঃপর প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মৃতের জানাযা পড়ালেন।

(মুসনাদে আহমদ, ৮/৩৮৯, হাদীস ২২৭২০)

ঋণ গ্রহিতার প্রতি দয়া: তিনি কাউকে ঋণ দিয়েছিলেন, উসুল করার জন্য তার নিকট গেলে সে তাঁর থেকে লুকিয়ে থাকতো,(সামনে আসতো না) একদিন গেলেন (দরজায় কড়াঘাত করলেন) তখন তার ছেলে বাইরে বের হলো তিনি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলে, সে বললো: তিনি ঘরে আছেন এবং খাবার খাচ্ছেন, তিনি উচ্চস্বরে বললেন: হে অমুক! বাইরে এসো, আমি জেনে গেছি যে, তুমি

ঘরে রয়েছো। একথা শুনে সেই ব্যক্তি বাইরে এলো, তিনি তাঁকে লুকিয়ে থাকার কারণ জানতে চাইলেন তখন সে বললো: আমার নিকট কিছু নাই, আমি অভাবী। বললেন: আল্লাহর শপথ! তুমি কি অভাবী? সে উত্তর দিলো: জি হ্যাঁ! একথা শুনে তাঁর চোখে অশ্রু এসে এসে গেলো এবং (সেই ঋণ গ্রহিতাকে ঋণ ক্ষমা করে দিয়ে) বললেন: প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি তার ঋণগ্রহিতাকে সমৃদ্ধশালী করলো, তার ঋণ ক্ষমা করে দিলো, তবে কিয়ামতের দিন আরশের ছায়ায় থাকবে।

(মুসনাদে আহমদ, ৮/৩৮২, হাদীস ২২৬৮৬)

পশুর প্রতি মমতা: একবার তাঁর ছেলের বাড়িতে গেলেন তখন পুত্রবধু তাঁর অযুর জন্য পানি রাখলো, একটি বিড়াল এলো এবং এই পাত্রে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে লাগলো, তিনি (বিড়ালকে তাড়ানোর পরিবর্তে) পাত্রটি তার দিকে কাত করে দিলেন যাতে বিড়ালটি পানি পান করতে পারে, পুত্রবধু এই দৃশ্য দেখছিলো, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার কি আশ্চার্য হচ্ছে? আরয করলেন: জি! তিনি বললেন: প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: বিড়াল অপবিত্র নয়।

(মুসনাদে আহমদ, ৮/৩৭৩, হাদীস ২২৬৪৩)

জিহাদের প্রেরণা: তিনি নিজেই তাঁর ঘটনা বর্ণনা করেন যে, একবার আমি আমার মাথা ধৌত করছিলাম, তখনো মাথার অর্ধেক অংশ ধৌত করেছিলাম, ঘোড়ার হনহন আওয়াজ এলো, সে তার খুড় মাটিতে মারছিলো, আমি বুঝে গেলাম যে, যুদ্ধের সময় এসে গেছে, আমি আমার মাথার বাকী অংশ ধৌত করা ব্যতীত জিহাদের জন্য দাঁড়িয়ে গেলাম। (সিয়ারু আ'লামিন নুবলা, ৪/৮৮) তিনি ৮ম হিজরীতে নজদের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় ১৫ জনের সিপাহসালার ছিলেন, গণিমতের মাল থেকে ২০০টি উট ২০০০ ছাগল এবং অসংখ্য কয়েদী হাতে এসেছিলো।

(সিয়ারু আ'লামিন নুবলা, ৪/৮৯। সীরাতে হলবিয়া, ৩/২৭২)

খেলাফতের দরবার: হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাঁকে পারস্যের দিকে প্রেরণ করেন তখন তিনি পারস্যের বাদশাহকে নিজের হাতে হত্যা করেন, তার শরীরে ১৫ হাজারের একটি মূল্যবান কোমড় বন্ধনী ছিলো, ফারুকে আযম সেই কোমড় বন্ধনী তাঁকে প্রদান করে দেন। (সিয়ারু আ'লামিন নুবলা, ৪/৯০) আলীর খেলাফতের যুগের প্রতিটি যুদ্ধে মাওলা আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সাথে ছিলেন। (উসদুল গাবা, ৬/২৬৩) হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাঁকে মক্কায়ে মুকাররমায় গভর্ণরের পদে সমাসীন করেন। (আল আ'লামু লিয যুরকালী, ২/১৫৪)

ওফাত ও হাদিস বর্ননা: হযরত আবু কাতাদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ৫৪ হিজরী সনে ৭০ বছর বয়সে মদীনায় ওফাত লাভ করেন, (চেহারায় যৌবনের এমন উজ্জলতা ছিলো) যেনো এখনো পনেরো বছরের যুবক। (আশ শিফা, ১/৩২৭। আল আ'লামু লিয যুরকালী, ২/১৫৪) তাঁর থেকে বর্ণনাকৃত হাদীসের সংখ্যা ১৭০টি বুখারী ও মুসলিম ১১টির উপর ঐক্যমত হয়েছেন আর আলাদা আলাদা ভাবে বুখারীতে ২ টি ও মুসলিমে ৮টি হাদীস রয়েছে।

(নুরুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১১/৩৯৭)

হযরত উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضی اللہ عنہ

মাওলানা ওয়াইস ইয়ামিন আত্তারী মাদানী

পাঠকবৃন্দ! হযরত উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এরও অল্প বয়সে সাহাবীয়ে রাসূল হওয়ার সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে। আসুন! তাঁর শৈশবের ব্যাপারে পড়ি।

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি: তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হযরত আব্বাস এবং হযরত উম্মে ফযল লুবাবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর ছেলে, রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চাচাতো ভাই এবং উম্মুল মুমিনিন হযরত মায়মুনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর ভাগিনা, তাঁর জন্ম মদীনায় হিজরতের দুই বছর পূর্বে মক্কায়ে মুকাররমায় হয়েছে, তিনি তাঁর ভাই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর এক বছরের ছোট ছিলেন।

(আল ইস্তিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ৩/১৩১)

প্রিয় নবীর আব্বাসের সন্তানদের প্রতি ভালবাসার ধরন: আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সন্তানদের প্রতি রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দয়ার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে হারিস বলেন যে, রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত আব্বাসের ছেলে আব্দুল্লাহ, উবাইদুল্লাহ এবং কায়সারকে এক লাইনে দাঁড় করাতেন এবং ইরশাদ করতেন: যে আমার নিকট সর্বপ্রথমে আসবে, সে এটা পাবে। তারা নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দিকে দৌঁড়ে আসতো, কেউ তাঁর পেছনে আসতো তো কেউ তাঁর মুবারক বুকে আসতো, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাদের আদর করতেন এবং নিজের সাথে জড়িয়ে নিতেন

(মুসনাদে আহমদ, ১/৪৫৯, হাদীস ১৮৩৫)

প্রিয় নবী নিজের পেছনে আরোহন করালেন: একবার নবীয়ে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের পেছনে আরোহন করালেন, এই সুন্দর ও স্মরনীয় সময়ে যেই ঘটনা সংগঠিত হয়েছিলো তা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পেছনে বাহনে বসে ছিলাম, এক ব্যক্তি হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলো এবং তার মায়ের সম্পর্কে হজ্জের ব্যাপারে প্রশ্ন করে আরয করলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমার মা অনেক বৃদ্ধা হয়ে গেছে, যদি আমি তাকে বাহনে আরোহন করাই তবে তিনি বাহনে ভালভাবে বসতে পারেন না, রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাকে নির্দেশ দিলেন যে, সে যেনো তার বৃদ্ধা মায়ের পক্ষ থেকে হজ্জ করে নেয়। (দেখুন: আত তারিখুর কবীর আল মারূফ তারিখ ইবনে আবী খাইশামা, ৪১২ পৃষ্ঠা, নাম্বার ১৪৮২)

হাদীস বর্ণনা: তাঁর থেকে হাদীসে মুবারাকাও বর্ণিত হয়েছে (আল ইস্তিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ৩/১৩১)

ওফাত: রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাতের সময় তিনি ১২ বছরের ছিলেন। (ইসাবা ফি তামীযিস সহবা, ৪/৩৩১) তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ৬০ বছর বয়সে ৫৮ হিজরীতে মদীনায়ে মুনাওয়ারায় ওফাত লাভ করেন।

(আল ইস্তিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ৩/১৩১)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

গ্রামবাসীদের প্রশ্ন এবং রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উত্তর (পর্বঃ ৬)

মাওলানা মুহাম্মদ আদনান চিশতী আত্তারী মাদানী

মক্কা মুকাররমা ও মদীনা মুনাওয়ারার আশেপাশে ছোট ছোট জনবসতি, গোত্র ও গ্রাম ছিলো, যার মধ্যে কিছু কাছাকাছি আর কিছু দূরে অবস্থিত ছিলো। এতে বসবাসকারী লোকেরা আমাদের প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হতো, তাদের সমস্যা, মাসআলা ও বিভ্রান্তির সমাধানের জন্য প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রশ্ন করতো, এর মধ্য থেকে ১৯টি প্রশ্ন ও এর উত্তর পাঁচটি পর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, এখানে আরো ৩টি প্রশ্ন এবং প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উত্তর আলোচনা করা হলো:

চিকিৎসা করা কি নিষেধ? হযরত উসামা ইবনে শারিক رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত হলাম তখন সেখানে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এভাবে উপস্থিত ছিলেন كَاَنَّمَا عَلٰى رُءُوْسِهِمُ الطَّيْرُ যেনো তাঁদের মাথায় পাখি বসে আছে। হযরত উসামা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقَعَدْتُ তখন আমি নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সালাম করলাম এবং বসে গেলাম। فَجَاءَتِ الْاَعْرَابُ فَسَاَلُوْهُ এমন সময় কয়েকজন গ্রাম্য লোক এলো রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রশ্ন করতে লাগলো। তারা বললো: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ نَتَدَاوٰى؟ হে আল্লাহ পাকের রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم? আমরা কি

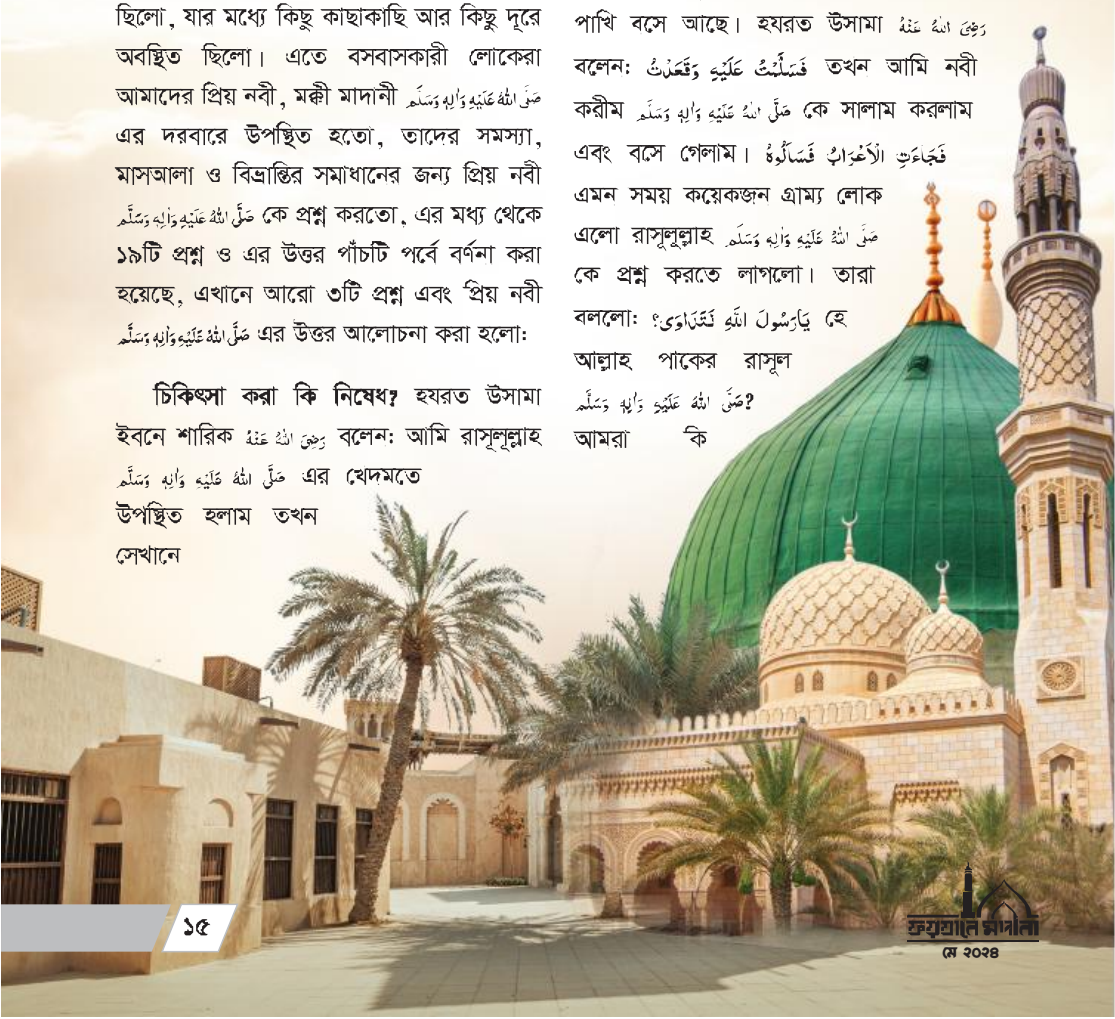

(চিকিৎসার জন্য) ঔষধ খাবো? প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: لَعَمْ تَدَاوَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً اِلَّا وَضَعَ لَهٗ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ হ্যাঁ! ঔষধ খাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক এমন কোনো রোগ রাখেননি, যার চিকিৎসা নেই, শুধুমাত্র একটি রোগ ছাড়া আর তা হলো বার্ধক্য। যখন হযরত উসামা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বৃদ্ধ হয়ে গেলেন তখন বলতেন: هَلْ تَرَوْنَ لِيْ مِنْ دَوَاءٍ الْاٰنَ অর্থাৎ এখন কি আমার জন্য কোনো ঔষধ পাবে? অতঃপর সেই আগতরা রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কিছু বিষয়ের ব্যাপারে প্রশ্ন করলো যে, অমুক অমুক বিষয়ে কি আমাদের কোন সমস্যা আছে? তখন নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: عِبَادَ اللّٰهِ وَضَعَ اللّٰهُ الْحَرَجَ اِلَّا امْرَأً اقْتَرَضَ امْرَأً مُسْلِمًا ظُلْمًا হে আল্লাহর বান্দারা! আল্লাহ পাক সমস্যাকে দূর করে দিয়েছেন, তবে ঐ ব্যক্তি ব্যতীত, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোনো মুসলমান থেকে ঋণ নেয়, তা গুনাহ এবং ধ্বংসের কারণ, তারা জিজ্ঞসা করলো: مَا خَيْرُ مَا اُعْطِيَ النَّاسُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! মানুষকে সবচেয়ে উত্তম কোন জিনিসটি কি দেয়া হয়েছে? নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: خُلُقٌ حَسَنٌ উত্তম চরিত্র। (মুসনাদে আহমদ, ৩০/৩৯৪, হাদীস ১৮৪৫৪)

এই হাদীসে পাকে বিদ্যমান শব্দ اِقْتَرَضَ امْرَأً مُسْلِمًا ظُلْمًا দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, কোন ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের গীবত করলো, তাকে গালি দিলো বা কষ্ট দিলো তবে তার থেকে এর জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এটাকে ঋণ দ্বারা এই জন্যই ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তা তাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে অর্থাৎ আখিরাতে তাকে এর জন্য শাস্তি দেয়া হবে। (হাশিয়া মুসনাদে আহমদ, ৩০/৩৯৭)

সহীহ ইবনে হাব্বানে এই সাহাবী থেকে এভাবে বর্ণিত আছে যে, আমি যখন রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলাম, তখন গ্রাম্য লোকেরা তাঁকে প্রশ্ন করছিলো: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ عَلَيْنَا جُنَاحٌ فِيْ كَذَا مَرَّتَيْنِ؟ ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাদের উপর কি অমুক অমুক ব্যাপারে কোন সমস্যা রয়েছে? তারা এটা দু'বার জিজ্ঞাসা করলো, তখন রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: عباد الله وَضَعَ اللّٰهُ الحرج اِلَّا امْرُؤٌ اقْتَرَضَ مِنْ عِرْضِ اَخِيْهِ شَيْئًا فَذٰلِكَ الَّذِيْ حَرِجَ হে আল্লাহর বান্দারা! আল্লাহ পাক সমস্যাকে তুলে দিয়েছেন, তবে ঐ ব্যক্তি ব্যতীত, যে তার ভাইয়ের সম্মানে সামান্য কিছুও ধার নেয় (অর্থাৎ তাকে সামান্য পরিমাণ অসম্মান করে) ব্যস এটাই ক্ষতি। (সহীহ ইবনে হাব্বান, ১৩/৪২৬, হাদীস ৬০৬১)

জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার আমল শিখিয়ে দিন: হযরত বারা' বিন আযিব رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট এক গ্রাম্য লোক উপস্থিত হলো এবং প্রশ্ন করলো: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِيْ عَمَلًا يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ হে আল্লাহর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এমন কোন আমল শিখিয়ে দিন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবে? নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: কথাটি তো তুমি সংক্ষেপে বলেছো, কিন্তু প্রশ্ন অনেক বড় করেছো। ইরশাদ করলেন:

اَعْتِقِ النَّسَمَةَ وَفُكَّ الرَّقَبَةَ অর্থাৎ আতিকে নাসমা এবং ফাক্কি রুকবা করো। গ্রাম্য লোকটি জিজ্ঞাসা করলো: يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَوَلَيْسَتَا بِوَاحِدَةٍ হে আল্লাহর রাসূল! এই দু'টি কি একই নয়? (কারণ উভয়ের অর্থ হলো: গোলাম মুক্ত করা) রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: না, اِنَّ عِتْقَ النَّسَمَةِ اَنْ تَفَرَّدَ بِعِتْقِهَا আতিকে নাসমা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, তুমি একাই সমস্ত গোলাম মুক্ত করে দাও وَفَكَّ الرَّقَبَةِ اَنْ تُعِيْنَ فِي عِتْقِهَا এবং ফাক্কি রুকবার অর্থ হলো গোলাম মুক্ত করাতে (টাকা দেয়ার মাধ্যমে) সাহায্য করো। অধিক দুধ প্রদানকারী পশু সদকা করো, অন্যায়কারী নিকটাত্মীয়ের প্রতি সদয় হও, فَاِنْ لَمْ تُطِقْ ذٰلِكَ فَاَطْعِمِ الْجَائِعَ وَاسْقِ الظَّمْاٰنَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ অর্থাৎ যদি তোমার এই সামর্থ্য না থাকে তবে ক্ষুধার্তকে খাওয়াও, পিপাসার্তকে পানি পান করাও, নেকীর নির্দেশ দাও এবং অসৎকাজে নিষেধ করো, فَاِنْ لَمْ تُطِقْ ذٰلِكَ فَكُفَّ لِسَانَكَ اِلَّا مِنَ الْخَيْرِ অর্থাৎ যদি এটাও করতে না পারো, তবে নিজের জিহ্বাকে কল্যাণ ব্যতীত বন্ধ রাখো। (মুসনাদে আহমদ, ৩০/৬০০, হাদীস ১৮৬৪৭)

মুহরিম কি সুগন্ধি লাগাবে? হযরত ইয়ালা বিন উমাইয়া رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: جَاءَ اَعْرَابِيٌّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ একবার এক গ্রামে বসবাসকারী লোক রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলো, সে এমন একটি জুব্বা পরেছিলো, যার উপর জাফরানের দাগ ছিলো। সে এসে জিজ্ঞাসা করলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি দেখছেন যে, আমি ইহরাম বেঁধে নিয়েছি এবং লোকেরা আমাকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করছে। রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিছুক্ষণ কোন উত্তর দিলেন না, তারপর তাকে ডেকে ইরশাদ করলেন: اخْلَعْ عَنْكَ هٰذَا الزَّعْفَرَانَ وَاغْسِلْ عَنْكَ هٰذِهِ الْجُبَّةَ এই জুব্বা খুলো যেখানে জাফরানের সুগন্ধ লেগেছে তা ধুয়ে নাও, وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ এবং তোমার ওমরার রুকনসমূহ সেভাবেই আদায় করো, যেভাবে হজ্জে রুকনসমূহ আদায় করো। (মুসনাদে আহমদ, ২৯/৪৮০, হাদীস ১৭৯৬৩) ভালভাবে মনে রাখবেন! যে ইহরাম পরিধান করে নিয়্যত করে নিলো, তার জন্য সুগন্ধি লাগানো জায়িয নয়। রফীকুল হারামাঈনে রয়েছে: নিয়্যতের পূর্বে ইহরামে সুগন্ধি লাগানো সুন্নাত, নিশ্চয় লাগান কিন্তু লাগানোর পর আতরের শিশি বেল্টের পকেটে রাখবেন না। অন্যথায় নিয়্যতের পর পকেটে হাত দেয়া অবস্থায় সুগন্ধি লেগে যেতে পারে। যদি হাতে এতটুকু সুগন্ধি লেগে যায় যে, প্রত্যক্ষদর্শীরা বলে যে, "অনেক বেশি" তবে দম ওয়াজিব হবে আর যদি বলে সামান্য তবে সদকা। যদি আতরের ভেজাভাব ইত্যাদি লাগলো না, হাতে শুধু সুগন্ধি আসে তবে কাফফারা নেই। ব্যাগে রাখলেও কোন শপার ইত্যাদিতে মুড়িয়ে ভালভাবে সাবধানে রাখুন। (রফিকুল হারামাঈন, ৩০ পৃষ্ঠা)

আপন বুযুর্গদের স্মরণ রাখুন

মাওলানা আবু মাজিদ মুহাম্মদ শাহিদ আত্তারী মাদানী

যুল কাদাতিল হারাম হলো ইসলামী মাসের এগারোতম (১১) মাস। এই মাসে যেই সকল আউলিয়ায়ে এজাম ও ওলামায়ে ইসলামের ওফাত বা উরশ রয়েছে, তার মধ্যে ১০৭ জনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা মাসিক ফয়যানে মদীনা যুল কাদাতিল হারাম ১৪৩৮ হিঃ থেকে ১৪৪৪ হিঃ সংখ্যাগুলোতে করা হয়েছে, আরো ১২ জনের পরিচিতি লক্ষ্য করুন:

আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام:

(১) গাউসুল হক, সরওয়ারে লুতফুল্লাহ সিদ্দিকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর জন্ম ৯১১ হিঃ হালাকান্দি, মিটইয়ারী জিলা, সিন্ধু প্রদেশে হয় এবং এখানেই ২৭ যিলকাদ ৯৮৮ হিঃ ওফাত লাভ করেন। হালা সিন্ধে তাঁর মাযার শরীফ অবস্থিত। তিনি ছিলেন মাতৃগর্ভের ওলী, ইলমে লুদুন্নীর ধারক, কারামত সম্পন্ন এবং সিলসিলায়ে সোহরাওয়ার্দীয়া ওয়াইসীয়া সরওয়ারিয়ার শায়খে তরীকত। তিনি কুরআনে পাকের ফার্সি অনুবাদও করেছেন।

(তাযকিরাতুল আউলিয়া সিন্ধ, ৩৭০ পৃষ্ঠা)

(২) মাকবুলুন নবী, সানীয়ে মহিউদ্দীন ইবনে আরবী, হযরত মাওলানা খাজা শাহ আব্দুর রহমান উজুদী লাখনুভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর জন্ম ১১৬১ হিজরীতে কোট মাখদুম আব্দুল হাকীম, ঘোটকী জিলা সিন্ধে হয় এবং ৬ যিলকাদ ১২৪৫ হিজরীতে লাখনো ইউপি ভারতে ওফাত লাভ করেন। লাখনোতে তাঁর মাযার মুবারক ফয়েয ও বরকত ছড়িয়ে যাচ্ছে। তিনি অনেক বড় আলিম, কিতাব রচয়িতা এবং যুগ প্রসিদ্ধ আল্লাহর ওলী ছিলেন।

(নুযহাতুল খাওয়াতির, ৭/২৮১-২৮৪। আনওয়ারে উলামায়ে আহলে সুন্নাত সিন্ধ, ৪০৮ পৃষ্ঠা। নুকুশ রহমান, ১৫-৯৪ পৃষ্ঠা)

(৩) নাবিরা শাহ আলে রাসূল হযরত সৈয়দ মেহদী হাসান মারেহরাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্ম ১২৮৭ হিজরীতে হয়। তিনি পীরে তরীকত, মাখদুমে যামানা, দান ও দাক্ষিণ্য সম্পন্ন এবং আস্তানায়ে আলীয়া মারেহরাভীর সাজ্জাদানশীন ছিলেন। তিনি ১৮ যিলকাদ ১৩৬১ হিজরীতে ওফাত লাভ করেন, তাঁর আলিশান আস্তানায় তাঁকে সমাহিত করা হয়।

(তারিখে খানদানে বারাকাত, ৪৫,৫৮ পৃষ্ঠা। তাযকিরায়ে মুহী, ২৪৬ পৃষ্ঠা)

(৪) ফানা ফির রাসূল হযরত খাজা নুর মুহাম্মদ মুরতাদায়ী মুজাদ্দেদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ১৩১৪ হিজরীতে লাল শিং কেল্লা, জিলা শেয়খাপুরে জন্ম গ্রহন করেন এবং সারা জীবন জ্ঞান ও পথনির্দেশনায় মগ্ন থেকে ২ যিলকদ ১৩৭৭ হিজরীতে ওফাত লাভ করেন, তাঁর মাযার ওসমান গঞ্জ লাহোরে অবস্থিত। তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য আলীমে দ্বীন, অনন্য মুফাসসীর ও মুহাদ্দীস, ইমামুল মুনাজিরীন এবং অশেষ ফয়েয সমৃদ্ধ শায়খে তরীকত। (খোয়াজগানে মুরতাদিয়া, ৫৫১ পৃষ্ঠা। তাযকিরায়ে আউলিয়া লাহোর, ৪২০-৪২৫ পৃষ্ঠা)

(৫) শাহানশাহে খায়বর হযরত পীর সৈয়দ সাবির হোসাইন বুখারী কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্ম ১৩২১ হিজরীতে ঘোড়া গলি মারি জিলা রাওয়াল পিন্ডিতে হয়। আর ১৮ যিলকাদ ১৩৭৮ হিজরীতে ওফাত লাভ করেন, মাযার আ'বদারা শরীফ পেশাওয়ারে রয়েছে। তিনি সিলসিলায়ে কাদেরীয়ার শায়খে তরীকত, অত্যধিক মুজাহেদাকারী ও কালান্দার বুযুর্গ ছিলেন।

(এনসাইক্লোপিডিয়া আউলিয়ায়ে কিরাম, ১/৫৯০,৫৯১ পৃষ্ঠা)

ওলামায়ে ইসলাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام:

(৬) যুগ প্রসিদ্ধ ফকীহ হযরত ইমাম আবুল হোসাইন আইয়ুব বিন হাসান নিশাপুরী হানাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান শায়বানির ছাত্র এবং আপন ফুকাহাত এব যুহুদ ও তাকওয়ার কারণে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর ওফাত যিলকদ মাসে ২৫১ হিজরীতে হয়। (আত তাবকাতুস সানিয়া ফি তারাজিমিল হানাফিয়াহ, ২/২২৫। তারিখুল ইসলাম লিয যাহবী, ১৯/৮৯)

(৭) আশিকে রাসূল হযরত মাওলানা গোলাম কুতুবুদ্দীন মুসাইয়িব নকশবন্দী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আলিমে দ্বীন, আরবী ও ফার্সির কবি এবং আস্তানায়ে আফযালিয়া আলা আবাদপুরি ভারতের সাজ্জাদনশীন ছিলেন। ১১৮৬ হিজরীতে বায়তুল্লাহর হজ্জের জন্য ভারত থেকে যাত্রা করেন এবং যিলকাদ ১১৮৭ হিজরীতে মদীনা মুনাওয়ারায় ওফাত লাভ করেন।

(তাযকিরায়ে শো'য়ারায়ে হিজাজ, ৩৬০,৩৬৪,৩৬৫ পৃষ্ঠা)

(৮) ইসলামী জ্ঞানের অভিজ্ঞ হযরত মাওলানা হাকীম সিরাজুল হক বাদাইয়ুনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্ম মুজাহিদে তেহরিকে আযাদী আল্লামা ফয়েয আহমদ বাদাইয়ুনীর ঘরে ১২৪৬ হিজরীতে হয় এবং ২৮ যিলকাদ ১৩২৩ হিজরীতে ওফাত লাভ করেন। তিনি যুক্তিবিদ্যায় অভিজ্ঞ, উস্তাযুল উলামা, আরবী ও ফার্সি ভাষার কবি, কিতাব রচয়িতা এবং দক্ষ চিকিৎসক ছিলেন

(মাওলানা ফয়েয আহমদ বাদাইয়ুনী, ৬৩ পৃষ্ঠা)

(৯) উস্তাযুল উলামা হযরত আল্লামা মুহাম্মদ আউয়াল খান মারদানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দ্বীনি শিক্ষা

ওলামায়ে আহলে সুন্নাত থেকে অর্জন করেন, অতঃপর ৪০ বছর যাবৎ পাঠদানে ব্যস্ত থাকেন, অনেক পাঠ পুস্তকের হাশিয়া লিখেন, তাঁর ছাত্রদের সংখ্যা হাজার হাজার। তাঁর ওফাত ৩ যিলকাদ ১৩৫৭ হিজরীতে হয়, মারদান জেলার শাহবায গড় মহল্লা বেহরাম খেল জামে মসজিদ সাহিবে হকের পাশে অবস্থিত।

(তাযকিরায়ে ওলামা ও মাশায়িখ সারহাদ, ২/২৪০,২৪১)

(১০) উস্তাযুল উলামা, ইমামুল মুদাররীসিন, রাইসুল মানাতিকা আল্লামা আতা মুহাম্মদ বান্দিয়ালুভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর জন্ম ঢোক ধামান, দাখেলী পিধরাড জিলা খোশাবে হয় এবং ৪ যিলকাদ ১৪১৯ হিজরীতে ওফাত লাভ করেন, তাঁর জন্মস্থানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়, তিনি যুক্তিবিদ্যায় শুধু অভিজ্ঞ ছিলেন না বরং যুক্তিবিদ্যা পড়ানোতে অনন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন, হাজারো ওলামা তাঁর ছাত্র ছিলেন, পাঠদানে ব্যস্ততার পরও ২ ডজনের চেয়েও বেশি কিতাব রচনা করেন।

(তাযকিরায়ে ফুযালায়ে বান্দিয়াল, ৮০-১০৮ পৃষ্ঠা)

(১১) শায়খুল হাদীস ও তাফসীর হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম ফয়যী শাহ জামালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর জন্ম ২৪ জমাদিউল উখরা ১৩৫৯ হিজরীতে সিন্দিলা শরীফ কসবা, জিলা ঢেরা গাজী খানে হয়, প্রাথমিক শিক্ষা স্থানীয় ওলামার নিকট অর্জন করে জামেয়া আরবীয়া সিরাজুল উলুম খানপুরে ভর্তি হন এবং দাওরায়ে হাদীস জামেয়া আরাবীয়া আনওয়ারুল উলুম মুলতান থেকে করেন, তিনি অসংখ্য কিতাব ও পুস্তিকা লিখেছেন, দারুল উলুম সিদ্দিকিয়া শাহ জামালিয়া আকরামুল মাদারিসের ভিত্তি স্থাপন করেন, এর অধিনে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান নির্মান করেন। তিনি ৮ যিলকাদ ১৪৩৮ হিজরীতে ওফাত লাভ করেন, প্রায় একলক্ষ মানুষ তাঁর জানাযার নামাযে অংশগ্রহন করেন। আস্তানায়ে আলীয়া শাহ জামালিয়া মুর্শিদাবাদ শরীফের সন্নিকটে আলী ওয়ালা জিলা ঢেরা গাজী খানে তাঁর মাযার অবস্থিত। (ফয়েয শাহ জামালী, ৭৬,৭৭ পৃষ্ঠা)

(১২) আমিনে শরীয়ত মুফতী আব্দুল ওয়াজেদ নীর কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর জন্ম ১৩৫২ হিজরীতে জিলা দরভাঙ্গা বাহার ভারতে হয় এবং ১৩ যিলকাদ ১৪৩৯ হিজরীতে আমস্টারডাম হল্যান্ড ইউরোপে ওফাত লাভ করেন। মাযার জন্মস্থানে অবস্থিত। তিনি শাহজাদায়ে আলা হযরত হুজ্জাতুল ইসলাম এবং মুফতী আযম হিন্দ এর ছাত্র ও মুরীদ এবং খলিফা, মহিমান্বিত মুফতীয়ে ইসলাম, দিওয়ানে শায়ের রচয়িতা, অনন্য মুদাররীস ও মুকাররীর, পঞ্চাশের বেশি কিতাব রচয়িতা, ষোলটি মসজিদ, মাদরাসা ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা বা তত্বাবধায়ক, হল্যান্ডের কাযীউল কুযাত ও মুফতীয়ে আযম এবং ফতোয়ায়ে ইউরোপ প্রণেতা ছিলেন। (muftiabdulwajidquadri.blogspot.com)

নতুন লেখক

হযরত ইয়াসা' عَلَيْهِ السَّلَام এর কুরআনী আলোচনা

শিহাবুদ্দিন আত্তারী কাদেরী
(দরজায়ে সালিসা জামিয়াতুল মদীনা টাউন শপ, লাহোর)

আল্লাহ পাক সব ধরনের ভ্রান্ত পথ ও পথভ্রষ্টতা দূর করার জন্য স্বীয় প্রিয় বান্দাদেরকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন, যাতে লোকেরা সঠিক পথে পরিচালিত হয় এবং আল্লাহ পাকের আনুগত্য করে আল্লাহ পাকের বিশেষ নৈকট্য লাভ করতে পারে।

প্রিয় বান্দাদের মধ্যে তালিকার প্রথম যারা মানুষের সংশোধন ও আল্লাহর বাণী প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন, তারা হলেন নবী আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর পবিত্র দল। এই পবিত্র সত্তাগণ প্রতিটি উপায়ে সত্য বার্তা পৌঁছাতেন, কোনো বাধা, কোনো ভয় তাদের থামাতে পারে না। এমনকি নবীগণকে عَلَيْهِمُ السَّلَام আল্লাহর পানাহ! লোকেরা হত্যা করার জন্যও উঠেপড়ে লেগেছে। তন্মধ্যে হযরত ইলইয়াস عَلَيْهِ السَّلَام ছিলেন, যাঁকে লোকেরা হত্যা করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিলো কিন্তু আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহ ও করুণায় তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। তিনি তাঁর জাতির মধ্যে হযরত ইয়াসা' عَلَيْهِ السَّلَام কে খলিফা নিযুক্ত করেন এবং পরবর্তীতে তিনি নবুওয়তের সম্মানেও ভূষিত হন। সত্যের বাণী প্রচারে এবং আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর পবিত্র দলে হযরত ইয়াসা' عَلَيْهِ السَّلَام ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

তাঁর পবিত্র নাম হলো হযরত ইয়াসা' عَلَيْهِ السَّلَام এবং তিনি হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর পবিত্র বংশধরের অন্তর্ভুক্ত। তাকে নবুওয়তের সাথে রাজত্বও দেয়া হয়েছিলো, তিনি দিনে রোযা রাখতেন, কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর রাতের বাকি অংশ নফল আদায় করে অতিবাহিত করতেন, তিনি সহনশীল, সহিষ্ণু মেজাজের ছিলেন এবং রাগ করতেন না। (সীরাতুল আম্বিয়া, পৃষ্ঠা: ৭২৭-৭২৮) কুরআনে মজীদ, ফুরকানে হামিদেও তাঁর বরকতময় আলোচনা রয়েছে। আসুন! কুরআনে পাকের আলোকে হযরত ইয়াসা' عَلَيْهِ السَّلَام এর বরকতময় আলোচনা শুনি:

(১) উত্তমদের অন্তর্ভুক্ত:

وَاذْكُرْ اِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ؕ
وَكُلٌّ مِّنَ الْاَخْيَارِ ﴿۴۸﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং স্মরণ করুন ইসমাঈল ইয়াসা' ও যুল-কিফলকে এবং সবই সজ্জন। (পারা: ২৩, সোয়াদ, আয়াত: ৪৮)

(২,৩) হেদায়েত ও মর্যাদাবান নবী:

وَاِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا ؕ
وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۙ﴿۸۶﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং ইসমাঈল, ইয়াসা', ইউনুস এবং লুতকেও; এবং আমি প্রত্যেককে তাঁরই যুগের সবার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। (পারা: ৭, আনআম, আয়াত: ৮৬)

আল্লাহর প্রিয় নবী হযরত ইয়াসা' عَلَيْهِ السَّلَام এর মোবারক জীবনী, গুণাবলী ও আলোচনার মাধ্যমে অত্যন্ত চমৎকার গুণাবলী সম্পর্কে জানা যায়। আমাদের উচিত এমন প্রিয় বান্দাদের জীবনী অধ্যয়ন করা, তাঁদের গুণাবলী অবলম্বন করা। নিজেদের মাহফিলসমূহ তাঁদের মোবারক আলোচনা দ্বারা সমৃদ্ধ এবং সুরভিত করা। তাঁদের আলোচনার মাধ্যমে রহমত বর্ষিত হয়। সকল প্রকার সমৃদ্ধ ও প্রিয় পথ আল্লাহর প্রিয় আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর মধ্যে বিদ্যমান থাকে। তাঁদের মোবারক জীবনী থেকে বান্দা তাঁদের ফয়েযপ্রাপ্ত হয় এবং যে শিক্ষা লাভ হয়, তা পার্থিব দুঃখ-কষ্ট দূর করার মাধ্যম হয়ে যায়। আমাদের উচিত পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করা, তাফসীরে সীরাতুল জিনান যা অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় রচনা করা হয়েছে, তা অধ্যয়ন করা, সীরাতুল আম্বিয়া অধ্যয়ন করা যাতে আমরা অন্যের অনুকরণ থেকে মুক্ত হতে পারি এবং নিজেদের আদর্শ অনুসরণ করতে পারি।

উনহি কি আদা কো আদা করনে সে হে কামিয়াবী মুয়াস্সার
ওয়াগার না গায়রোঁ কি নাকালী সে হে নাকামী মুয়াস্সার

দোয়া করি যে, আল্লাহ পাক প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উসিলায় আমাদেরকে নবীদের জীবনী অধ্যয়ন করার এবং তাদের প্রিয় আদর্শ অবলম্বন করার তৌফিক দান করো

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হাদীসের আলোকে অকৃতজ্ঞতার নিন্দা

মুহাম্মদ ওসামা আত্তারী
(দরজায়ে খামিসা, জামিয়াতুল মদীনা, ফয়যানে ফারুকে আযম সাধুকি, লাহোর)

অকৃতজ্ঞতা আল্লাহ পাকের অপছন্দনীয় এবং আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টির কারণ। অকৃতজ্ঞতা খুবই খারাপ অভ্যাস এবং একটি মহা গুনাহ। যেভাবে কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে নেয়ামত বৃদ্ধি পায়, ঠিক সেভাবে অকৃতজ্ঞতার কারণে আল্লাহ পাকের কঠোর আযাব ও শাস্তি প্রদান করা হয়। এ প্রসঙ্গে কুরআন ও হাদীসে অসংখ্য শাস্তিবার্তা রয়েছে, একই সঙ্গে রয়েছে নানা ক্ষতি। হাদীসে

মোবারকার আলোকে অকৃতজ্ঞতার নিন্দা বর্ণনা করার চেষ্টা করবো। পড়ুন এবং জ্ঞান ও আমল বৃদ্ধি করুন:

(১) লোকদের অকৃতজ্ঞতা: রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না, সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতাও জ্ঞাপন করে না।

(তিরমিযী, ৩/৩৮৪, হাদীস: ১৯৬২)

হাদীসের ব্যাখ্যা: سُبْحٰنَ اللهِ! কত উচ্চ মর্যাদা, বান্দার অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি নিঃসন্দেহে আল্লাহরও অকৃতজ্ঞ হয়, বান্দার সব ধরনের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিৎ, আন্তরিক, মৌখিক, কার্যত, তদ্রুপ আল্লাহর কৃতজ্ঞতাও সব ধরনের জ্ঞাপন করা উচিৎ, বান্দার মধ্যে পিতা-মাতার কৃতজ্ঞতা একরকম, শিক্ষকের কৃতজ্ঞতা অন্যরকম এবং শায়খ, বাদশার কৃতজ্ঞতা অন্যরকম।

(মিরআতুল মানাজীহ, ৪/৩৫৭)

(২) অল্প নেয়ামতের অকৃতজ্ঞ: হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে অল্প নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না, সে বেশি নেয়ামতেরও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না এবং যে মানুষের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না, সে আল্লাহ পাকেরও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না এবং আল্লাহ পাকের নেয়ামতের বর্ণনা করাও কৃতজ্ঞতা আর তা বর্ণনা না করা অকৃতজ্ঞতা।

(শুয়াবুল ঈমান, ৬/৫১৬, হাদীস: ৯১১৯)

(৩) অকৃতজ্ঞতার পরিণাম: হযরত হাসান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি এই হাদীসটি জানতে পেরেছি যে, আল্লাহ পাক যখন কোন জাতিকে নেয়ামত দান করেন, তখন তাদের থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের দাবী করেন। যখন তারা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে, তখন আল্লাহ পাক তাদের নেয়ামত বৃদ্ধি করতে সক্ষম, আর যখন তারা অকৃতজ্ঞ হয় তখন আল্লাহ পাক তাদেরকে শাস্তি দিতে সক্ষম এবং তিনি তাদের নেয়ামতকে শাস্তিতে রূপান্তরিত করে দেন।

(মাওসূআতু ইবনে আবিদ দুনিয়া, ১/৪৮৪, হাদীস: ৬০)

(৪) অকৃতজ্ঞদের জাহান্নামের উপত্যকা: হযরত কা'আব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আল্লাহ পাক (যদি) দুনিয়াতে কোন বান্দাকে পুরস্কৃত করেন, অতঃপর সে উক্ত নেয়ামতের জন্য আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে এবং সেই নেয়ামতের কারণে আল্লাহ পাকের জন্য বিনীত হয়, তাহলে আল্লাহ পাক তাকে দুনিয়ায় এই নেয়ামত দ্বারা উপকৃত করেন এবং এর কারণে পরকালে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন, পক্ষান্তরে যাকে আল্লাহ পাক পৃথিবীতে পুরস্কৃত করেছেন এবং সে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেনি এবং না আল্লাহর জন্য বিনীত হয়েছে, তবে আল্লাহ পাক দুনিয়ায় সেই নেয়ামতের উপকার তার থেকে বন্ধ করে দেন এবং তার জন্য জাহান্নামের একটি উপত্যকা খুলে দেন, তারপর আল্লাহ পাক চাইলে তাকে (আখিরাতে) শাস্তি দিবেন বা ক্ষমা করবেন।

(মাওসূআতু ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৩/৫৫৫, হাদীস: ৯৩)

(৫) অকৃতজ্ঞতার কারণে রিযিক বিনষ্ট হওয়া: হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বর্ণনা করেন যে, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঘরে আগমন করেন, রুটির একটি টুকরো পতিত

অবস্থায় দেখলেন, তা নিয়ে মুছলেন এবং তারপর খেয়ে নিলেন এবং বললেন: "আয়েশা! ভালো বস্তুর সম্মান করো, কারণ এই জিনিসটি অর্থাৎ রুটি, যখন কোনো জাতির কাছ থেকে চলে যায়, তখন ফিরে আসে না। (ইবনে মাজাহ, ৪/৪৯, হাদীস: ৩৩৫৩) অর্থাৎ যদি অকৃতজ্ঞতার কারণে কোনো জাতির কাছ থেকে রিযিক চলে যায়, তবে তা ফিরে আসে না। (বাহারে শরীয়ত, ৩/৩৬৪)

আল্লাহ পাক আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার এবং অকৃতজ্ঞতা পরিহার করার তৌফিক দান করো।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রজাদের হক

মুহাম্মদ হারুন আত্তারী

(দরজায়ে সানিসা, জামিয়াতুল মদীনা, ফয়যানে ফারুকে আযম, সাধুকি, লাহোর)

যে কোনো দেশ বা সাম্রাজ্যের ব্যবস্থা প্রজা এবং শাসকদের সমন্বয়ে পরিচালিত হয় এবং ইসলাম ধর্ম শাসকদেরকে প্রজাদের সাথে সদাচরণের তাগিদ দেয়, যেমন; শাসকদের জন্য প্রজাদের দেখাশোনা করা এবং তাদের মধ্যে সঠিক বিচার করা আবশ্যক কারণ হযরত সায়্যিদুনা হাশশাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন যে, হযরত কা'বুল আহবার رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: শাসক ন্যায়পরায়ন হলে লোকেরাও ন্যায়পরায়ন হবে, পক্ষান্তরে শাসক অসৎ হলে লোকেরাও অসৎ হবে। (আল্লাহ ওয়ালো কি বাতেঁ, ৫ /৪৯১) তাই শাসকের উচিত, তার প্রজাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা যাতে সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় থাকে। আসুন প্রজাদের ৫টি অধিকার পড়িঃ

(১) প্রজাদের প্রতি কঠোরতা ও সংকীর্ণতা না করা:

হযরত আবু মূসা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন তাঁর কতিপয় সাহাবীকে নিজের কাজের জন্য পাঠাতেন, তখন ইরশাদ করতেন: "সুসংবাদ শুনাও, ঘৃণা ছড়িয়ো না এবং সহজতা করো কঠোরতা ও সংকীর্ণতা করো না। (মুসলিম, পৃষ্ঠা: ৭৩৯, হাদীস: ৪৫২৫)

(২) প্রজাদের প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা পূরণ করা:

হযরত আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: "আল্লাহ পাক যাকে মুসলমানদের

কোন কিছুর অভিভাবক ও শাসক বানিয়ে দেন, অতঃপর সে মুসলমানদের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা ও দারিদ্রতার সামনে আড়াল হয়ে যায় (এভাবে যে, নির্যাতিত, অভাবগ্রস্তদেরকে নিজের কাছে পৌঁছাতে না দেয়) তাহলে আল্লাহ পাক তার প্রয়োজন ও চাহিদা এবং দারিদ্রতার সামনে আড়াল করে দিবেন সুতরাং হযরত মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ জনগণের প্রয়োজন মেটানোর জন্য একজন লোক নিযুক্ত করেন।

(মিরআতুল মানাজীহ, ৫/৩৭৩)

(৩) প্রজাদের মাঝে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া:

রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন শাসক গবেষণার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয় এবং সেই সিদ্ধান্ত সঠিক হয় তখন তার জন্য দু'টি প্রতিদান রয়েছে আর যদি সে গবেষণার সহিত সিদ্ধান্ত নেয় এবং তাতে ভুল হয়ে যায় তবে তার জন্য এতে একটি প্রতিদান রয়েছে।

(ফয়যানে ফারুকে আযম, ২/৩৩৭)

(৪) প্রজাদের ওপর অত্যাচার না করা:

রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন কোন শাসক নির্যাতন করে না তখন তার সাথে আল্লাহ পাক থাকেন, অতপর যখন সে অত্যাচার করে তখন তিনি তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান এবং শয়তান তাকে আঁকড়ে ধরে। (মিরআতুল মানাজীহ, ৫/৩৮২)

(৫) প্রজাদের খবর নেয়া:

হযরত ইয়াহইয়া বিন আব্দুল্লাহ আওযায়ি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: একবার আমীরুল মু'মিনীন হযরত ফারুককে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ রাতের আঁধারে ঘর থেকে বের হলেন এবং একটি ঘরে প্রবেশ করলেন, তারপর কিছুক্ষণ পর সেখান থেকে বের হলেন এবং অন্য ঘরে প্রবেশ করলেন, হযরত তালহা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তা অবলোকন করছিলেন, সুতরাং সকালে যখন সেই বাড়িতে গিয়ে দেখলেন, তখন সেখানে একজন অন্ধ ও পঙ্গু বৃদ্ধাকে দেখতে পেলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, যে লোকটি আপনার নিকট আসে তার কী অবস্থা, বৃদ্ধা মহিলাটি উত্তর দিলো যে, সে এতদিন যাবত আমার খবরাখবর নিচ্ছে এবং আমার ঘরের কাজকর্ম ছাড়াও আমার ময়লা পরিষ্কার করে। হযরত তালহা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিজেকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন: হে তালহা! তোমার মা তোমার প্রতি কান্না করুক, তুমি কি আমীরুল মু'মিনীন হযরত ফারুককে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারো না।

(আল্লাহ ওয়ালো কি বাতেঁ, ১/১১৬, ১১৭)

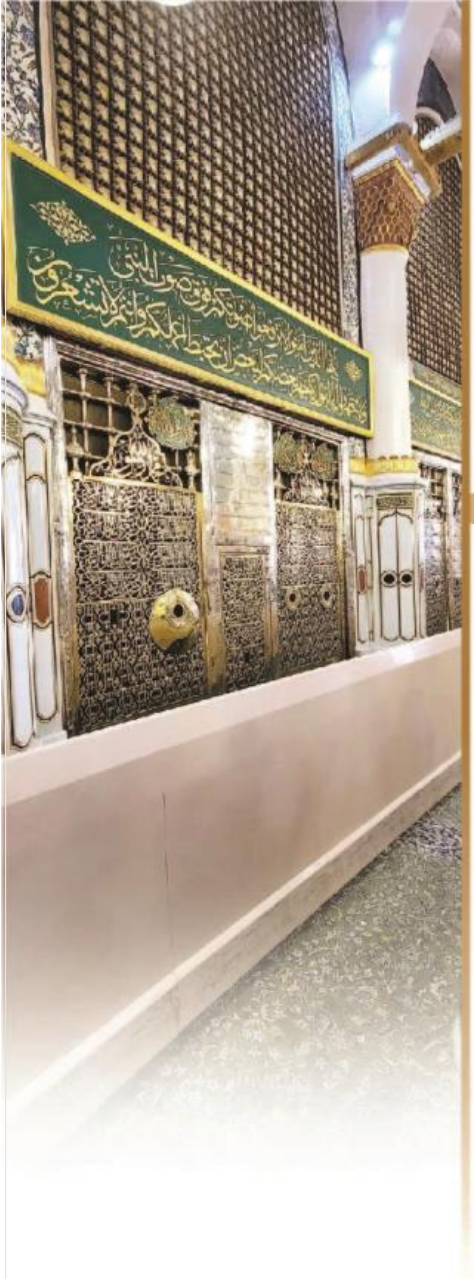

ইসলামের আলোকিত শিক্ষা

মর্যাদা রক্ষার প্রতি খেয়াল রাখুন

(১ম পর্ব)

মাওলানা আসিফ ইকবাল আত্তারী মাদানী

মর্যাদা রক্ষা কাকে বলে?

এটি সত্য যে, সকল মুসলমানের সম্মান ও আদব রয়েছে, মুসলমানদেরকে গুরুত্ব দেয়া উচিৎ, উৎসাহ প্রদান এবং মনতুষ্টি সকলের অধিকার, এই অধিকার দেয়া উচিৎ, কিন্তু এর পাশাপাশি আমাদের মর্যাদা রক্ষার প্রতি খেয়াল রাখারও হুকুম দেয়া হয়েছে। **মর্যাদা রক্ষা কোন মানুষের মর্যাদা বিবেচনা করাকে বলা হয়**। যেই ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক কোন পদ ও মর্যাদা দ্বারা ধন্য করেছেন, আমাদের এর প্রতি খেয়াল রাখা উচিৎ, যেমন; কোন আলিমে দ্বীন বা সৈয়দজাদা কিংবা ইসলামী সুলতান হলে তবে তার আদব ও সম্মান সাধারন মানুষের চেয়ে বেশি করতে হয়।

মর্যাদা রক্ষার প্রতি খেয়াল রাখা কেনো জরুরী?

হযরত আল্লামা আবু সাঈদ খাদেমী হানাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আদব ও সম্মান হলো মানুষের আহার আর সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ পাকের যেই ব্যবস্থাপনা, **তার প্রতি খেয়াল না রাখা ব্যক্তির অবস্থা ঠিক হবে না**। আল্লাহ পাক তার বান্দার সম্পদশালীতা, দারিদ্রতা, সম্মান ও অপমান, উন্নতি ও অবনতির অবস্থার সমাধান করেছেন, যাতে তোমাদের

পরীক্ষা হয় যে, তোমাদের মধ্যে কে বেশি উত্তমরূপে কৃতজ্ঞতা আদায় করো, তো যখন কোন ব্যক্তি বান্দাকে এই স্থানে রাখে না, যে স্থান আল্লাহ পাক এই বান্দাকে দিয়েছে এবং তার সাথে সদাচরণ করেনি তবে সে বান্দাকে অপমান করলো, তার উপর অত্যাচার করলো এবং আল্লাহ পাকের ব্যবস্থাপনাকে অনুসরন করেনি, অতএব যখন তুমি আসনে ও সরানোতে এবং কোন কিছু নেয়া দেয়াতে সম্মানিত ব্যক্তি ও নিম্ন মর্যাদার মানুষের সাথে একইরূপ আচরণ করো, ধনী ও গরীবের পার্থক্য না করো তবে তুমি কার্যাদী সংশোধন করার চেয়ে বেশি বিগড়ে দিবে, কেননা যখন তুমি সম্পদশালীকে দূরে জায়গা দিলে বা তার উপহারকে ফিরিয়ে দিলে, তবে তার অন্তরে তোমার শত্রুতা বসে যাবে। আর এভাবে যদি তুমি সাধারন মানুষের মতো আচরণ শাসকদের সাথে করো তবে নিজেকেই নিজের হাতে বিপদে ও পরীক্ষায় নিক্ষেপ করবে।

(বরিকায়ে মাহমুদিয়া ফি শরহে তরীকায়ে মুহাম্মদীয়া, ৪/১৬৮)

মর্যাদা রক্ষা ও নববী শিক্ষা

উম্মতের জন্য নৈতিক গুণাবলীকে পূর্ণতা দানকারী, অজ্ঞতার অন্ধকার দূরকারী, গুনাহ ও সামাজিক গুনাহের পরিচয় দানকারী, সুশৃংখল জীবন ও ধর্মীয় সমাজের ভিত্তি স্থাপনকারী আক্বা, রাসূলে খোদা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মর্যাদা রক্ষার প্রতিও সুন্দর শিক্ষা দিয়েছেন, নিজের বাণী ও কর্মে মানুষের মর্যাদার খেয়াল রাখার পরিপূর্ণ শিক্ষা দিয়েছেন, এখানে কয়েকটি হাদীসে মুবারাকা উপস্থাপন করা হলো:

হযরত মায়মুন বিন আবু শাবিব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বর্ণনা করেন যে, উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর নিকট এক ভিক্ষুক এলো, তখন তিনি তাকে রুটির একটি টুকরো দান করলেন এবং একজন ভালো পোষাক ও ভালো চরিত্রের ব্যক্তি এলো, তখন তিনি তাকে বসিয়ে খাবার খাওয়ালেন। উম্মুল মুমিনিন رَضِیَ اللهُ عَنْهَا কে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন বর্ণনা করলেন যে, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ অর্থাৎ মানুষের সাথে তাদের মর্যাদা ও অবস্থা অনুযায়ী আচরণ করো।

(আবু দাউদ, ৪/৩৪৩, হাদীস ৪৮৪২)

আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই হাদীসে পাকের আলোকে লিখেন: মর্যাদা অনুযায়ী প্রত্যেকের সম্মানের প্রতি খেয়াল রাখো এবং নেককার, জ্ঞানী ও অভিজাতের মতো উত্তম বৈশিষ্টের এবং মন্দ স্বভাবের (অর্থাৎ অসভ্যতা, অজ্ঞতা ও মুর্খতা) ইত্যাদির ভিত্তিতে মানুষের যেই অবস্থা হবে সেই অনুযায়ী তাদের সাথে আচরণ করো, এই হাদীসে পাকে শাসক ও সাধারন মানুষ সবাইকে সম্বোধন করা হয়েছে।

(আত তাইসির বিশরহিল জামেইস সগীর, ১/৩৮০)

ইমাম আসকারী এই হাদীসকে হিকমত ও উদাহরণে গন্য করেছেন এবং বলেন: এটি ঐ আচরণ ও নৈতিক বৈশিষ্টের অন্তর্ভূক্ত, যা প্রিয় নবী মুহাম্মদে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের উম্মতকে শিখিয়েছেন, অর্থাৎ মানুষের অধিকার পরিপূর্ণভাবে আদায় করা, ওলামায়ে কিরাম এবং

আউলিয়ায়ে কিরামের সম্মান করা, বয়স্কদের সম্মান করা, বড়দের সম্মান করা ইত্যাদি।

(ফয়যুল কদীর শরহে জামেউস সগীর, ৩/৭৫)

প্রত্যেক হকদারকে তার হক প্রদান করুন

আল্লামা মুহাম্মদ আলী বিন মুহাম্মদ এলান সিদ্দিকী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই হাদীসে পাকে এই উৎসাহ রয়েছে যে, মানুষের অবস্থা, মর্যাদা এবং পদের প্রতি খেয়াল রাখুন এবং আসন ও সরানোতে, মৌখিক ও লিখিত বক্তব্যে এবং অন্যান্য হকে কতিপয়কে কতিপয়ের উপর প্রাধান্য দিন। হযরত ইমাম মুসলিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: উচ্চ মর্যাদার ব্যক্তির স্থান ও মর্যাদা কমাবেন না আর কম মর্যাদার ব্যক্তিকে তার মর্যাদা থেকে বাড়াবেন না, আল্লাহ পাকের এই বাণী

﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِیْ عِلْمٍ عَلِیْمٌ(۷۶)﴾

(পারা ১৩, ইউসুফ, ৭৬)

অর্থাৎ এবং প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যাক্তির উপর একজন অধিক জ্ঞানী আছেন।" অনুযায়ী প্রত্যেক হকদারকে তার হক প্রদান করুন। মনে রাখবেন যে, এই ব্যাপারটি কিছু কিংবা অধিকাংশ আহকামে রয়েছে, পক্ষান্তরে শাস্তি ও কিসাস এবং এর মতো অন্যান্য ব্যাপারে শরীয়ত সবাইকে সমান রেখেছে।

(দলীলুল ফালিহিন লিতরকে রিয়াদিস সালেহীন, ৪/২৭)

হযরত আল্লামা আলী বিন সুলতান মারুফ আলী কারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: এক মতানুযায়ী প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই বাণী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো; মানুষের বিশেষ ও পরিচিতি স্থান ও মর্যাদা। আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের এই বাণী বর্ণনা করেন:

﴿وَمَا مِنَّاۤ اِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ(۱۶۴)﴾

(পারা ২৩, সাফফাত, ১৬৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমাদের মধ্যে প্রত্যেকের একটা স্থান নির্ধারিত রয়েছে।" এবং প্রত্যেক ব্যক্তির কোন না কোন স্থান ও মর্যাদা রয়েছে, যা থেকে সে অন্য কোন স্থান ও মর্যাদার দিকে অনুপ্রবেশ করতে পারে না, অতএব কম মর্যাদাবান ব্যাক্তি কোন সম্মানীত ব্যাক্তির স্থান নিতে পারে না আর কোন সম্মানীত ব্যাক্তিকে কম মর্যাদাবানের স্থানে রাখা যাবে না, অতঃপর প্রত্যেকের মর্যাদার প্রতি খেয়াল রাখো এবং মালিক ও কর্মচারী এবং সর্দার ও অধিনস্থের মাঝে সমতা করো না, প্রত্যেককে তার মর্যাদা ও আভিজাত্য অনুযায়ী সম্মান দাও। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ﴾

(পারা ২৫, যুখরুফ, ৩২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তাদের মধ্যে এককে অপরের উপর বহু উচ্চ মর্যাদায় মর্যাদাবান করেছি।" আল্লাহ পাক আরো ইরশাদ করেন:

﴿يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ
وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ؕ﴾

(পারা ২৮, মুজাদালাহ, ১১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ঈমানদারদের এবং তাদেরই,

যাদেরকে জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে, মর্যাদা সমুন্নত করবেন।” (মিরকাতুল মাফাতিহ, ১৪/২৮২)

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه হকসমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: যেই ব্যক্তির চেহারা ও পোষাক তার উচ্চ মর্যাদাবান হওয়ার প্রমাণ বহন করে, বান্দা সেই ব্যক্তির আদব ও সম্মান বেশি করবে আর মানুষের সাথে তাদের স্থান ও মর্যাদা অনুযায়ী আচরণ করবে। বর্ণিত আছে যে, উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা তায়্যিবা তাহেরা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এক সফরে ছিলেন, তখন তিনি এক জায়গায় থামলেন, তখন খাবার উপস্থাপন করা হলো, এমন সময় এক ভিক্ষুক এলো এবং সে ভিক্ষা চাইলো। তিনি খাদেমাকে বললেন: “তাকে খাবার থেকে একটি রুটি দাও।” অতঃপর এক ব্যক্তি বাহনে করে এলো তখন তিনি বললেন: “তাকে খাবারের দাওয়াত দাও।” আরয করা হলো: আপনি মিসকিনকে একটি রুটি দিলেন আর ধনীকে খাবারের দাওয়াত দিচ্ছেন। বললেন: “নিশ্চয় আল্লাহ পাক বান্দাকে তার মর্যাদার উপর রেখেছেন, অতএব আমাদেরও উচিৎ যে, আমরা যেনো তাদের সাথে তাদের মর্যাদা অনুযায়ী আচরণ করি, মিসকিন তো একটি রুটিতেই সন্তুষ্ট আর আমার জন্য এই বিষয়টি অনুপযুক্ত যে, আমি ধনীকে উত্তম বৈশিষ্টের হওয়ার পরও একটি রুটি দিই।” (ইহইয়াউল উলুম, ২/৭১৯)

আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: “ভিক্ষুকের চাহিদা এমনই ছিলো আর কোন ধনীকে টুকরো দিলে তবে তা তার অপমানের কারণ হবে, অতএব মর্যাদার পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে এবং আসল নির্ভরতা নিয়্যতের উপর, যদি ভিক্ষুককে তার দারিদ্রতার কারণে নিকৃষ্ট মনে করে আর ধনীকে তার দুনিয়ার কারণে সম্মানিত মনে করে তবে তা খুবই অনুপযোগী, কঠিন অসভ্যতা আর যদি প্রত্যেকের সাথে সদাচরণ উদ্দেশ্য হয় তবে যার যেমন অবস্থা তার উপর অবশ্যই আমল করবে। وَاللهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم” (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ২৪/৩৭৮)

এই প্যারার সারাংশ হলো যে, “ভিক্ষুকের এক টুকরোই চাওয়ার ছিলো, কিন্তু কোন ধনী বড় লোককে রুটির এক টুকরো দেয়া হলে তবে তার অসম্মান করা হবে। অতএব মানুষের মর্যাদার পার্থক্য করা জরুরী। আর আমলের মূল নির্ভরতা হলো নিয়্যতের উপর, যদি ভিক্ষুককে তার দারিদ্রতার কারণে অসম্মানিত ও নিকৃষ্ট মনে করে এবং সম্পদশালীকে তার ধন সম্পদের কারণে সম্মানিত মনে করে তবে তা মহা ভুল ও খুবই মন্দ কাজ। যদি বান্দা প্রত্যেকের সাথে উত্তম আচরন করতে চায় তবে যেই মানুষের অবস্থা অনুযায়ী যেরূপ ধরন হওয়া উচিৎ, সেই ধরনের আচরণ করা জরুরী।”

বংশীয় আভিজাত্য এবং স্বভাবের প্রতি খেয়াল রাখুন

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

جَالِسُوا النَّاسَ عَلَى قَدْرِ أَحْسَابِهِمْ وَخَالِطُوا النَّاسَ عَلَى قَدْرِ أَدْيَانِهِمْ وَأَنْزِلُوا النَّاسَ عَلَى قَدْرِ مُرُوْآتِهِمْ وَدَارُوا النَّاسَ يُغْفَرْ لَكُمْ

অনুবাদ: মানুষের সহাবস্থান তার বংশিয় আভিজাত্য অনুযায়ী অবলম্বন করো, মানুষের সাথে মেলামেশা তার রীতি অনুযায়ী রাখো, মানুষের সাথে আচরণ তার স্বভাব অনুযায়ী রাখো এবং মানুষের সাথে ভালবাসা সহকারে আচরণ করো, তোমাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(জামেউল আহাদিস, ৩/২৮৪, হাদীস ৮৬৬১)

মানুষের বংশিয় আভিজাত্য, তাদের রীতি, নিয়মনীতি এবং স্বভাবের খেয়াল রাখা এটাই হলো শরীয়তের উদ্দেশ্য, জ্ঞানের দাবী ও প্রজ্ঞার মূল এই প্রসঙ্গে আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খান কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একটি চলিত রীতি বর্ণনা করেছেন, যা সহজ ভাষায় উপস্থাপন করা হলো:

"ঐ নিয়ম ও বিধান, যা মনে রাখা ওয়াজিব, তা হলো যে, বান্দা ফরয আদায় এবং হারাম থেকে বাঁচাকে মানুষের খুশি ও পছন্দের উপর প্রাধান্য দিবে এবং এই কাজে কখনো কাউকে পরোয়া করবে না, পক্ষান্তরে মুস্তাহাব কাজ সম্পাদন করা এবং যা অধিক উত্তম কাজ তা ছেড়ে দেয়ার তুলনায় মানুষের ছাড় এবং তাদের সাথে নম্র আচরণকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করবে এবং ফিতনা ফ্যাসাদ, ঘৃণা ও কষ্টের কারণ হবে না। একইভাবে মানুষের মধ্যে প্রচলিত এমন প্রথা ও অভ্যাস, যা হারাম ও গুনাহ হওয়া শরীয়ত দ্বারা প্রমাণিত নয়, তাতে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের স্বার্থে বিরোধিতা করবে না এবং ভিন্ন পথ অবলম্বন করবে না, কেননা এগুলো সবই সম্প্রীতি, প্রেম ও বন্ধুত্বের বিরোধী এবং রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পছন্দ ও ইচ্ছার বিরোধী। মনে রাখবেন যে, এটাই সেই সূন্দর পয়েন্ট, মহান প্রজ্ঞা, নিরাপদ পথ এবং সর্বোত্তম পদ্ধতি, তা নিজের ধারনায় সতর্কতা অবলম্বন করা এবং দ্বীনের উপর চালিত হয়ে থাকে কিন্তু বাস্তবে মূল প্রজ্ঞা ও শরীয়তের উদ্দেশ্য থেকে অনেক দূরে।"

(দেখুন: ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা ৪/৫২৮)

শিশুদের সংকোচ দূর করুন, তাদেরকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলুন

ডক্টর জহুর আহমদ দানিশ

অনেক সময় কিছু শিশুর মধ্যে সংকোচ খুব বেশি থাকে, যা প্রকৃতপক্ষে তাদের জন্য ক্ষতিকর হয়ে থাকে। এই ধরনের শিশুরা কোনো কথার উত্তর দিতে বা প্রতিক্রিয়া জানাতে খুবই অলসতা প্রদর্শন করে, সাধারণত কারো সাথে কথা বলার সময় পিতা-মাতাকে আঁকড়ে ধরে রাখে বা মাথা নিচু করে সেখান থেকে চলে যায় কিংবা চোখ বন্ধ করে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করে। এছাড়া স্কুলে শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর দিতেও ভয় পায় এবং কাউকে বন্ধু বানাতেও দ্বিধাবোধ করে। তারা বিচ্ছিন্নভাবে বসে অন্য শিশুদের খেলা দেখতে তো পছন্দ করে, কিন্তু তাদের সাথে যোগ দিতে বা কোনো প্রকার কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখে।

মনে রাখবেন যে, যদিও বয়স বাড়ার সাথে সাথে প্রায়শঃ এই অহেতুক দ্বিধা এবং সংকোচ স্বয়ংক্রিয়ভাবে দূর হয়ে যায় বা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও পিতামাতার অল্প বয়স থেকেই এর সমাধানের দিকে মনোযোগ দেয়া উচিত, অন্যথায় শিশুর দক্ষতা বিকাশে বাধা অসংখ্য আসতে পারে। এক্ষেত্রে পিতা-মাতার জন্য নিম্নোক্ত কয়েকটি পরামর্শের উপর আমল করা উপকারী হতে পারে।

শিশুর সংকোচ দূর করা সংক্রান্ত ১৬টি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ

(১) শিশুদের মাঝে সামান্য সংকোচ কোন ত্রুটি নয়, বরং এটি প্রকৃতিগত এবং লজ্জার কারণে হয়। একেবারেই সংকোচ না থাকলে শিশু নির্লজ্জ হয়ে যায়, অতএব সামান্য একটু সংকোচবোধ থাকলে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করবেন না।

(২) মাত্রাতিরিক্ত অহেতুক সংকোচকেও একটি সীমা নির্ধারন করে দিন, এমন নয় যে, শিশু পরিস্থিতি ও ব্যক্তিত্বের কোন তোয়াক্কাই করে না।

(৩) শিশুকে কথায় কথায় বা বিভিন্ন অনুসরণ ও কার্যকলাপের কারণে বাধা ও উপহাস করা থেকে বিরত থাকুন, তাকে তার অনুভূতি এবং নিজের শিশুসুলভ স্বেচ্ছাচারিতা করার একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত স্বাধীনতা দিন।

(৪) যদি ভুল বিষয় এবং ভুল কার্যকলাপের কারণে তাকে বুঝাতে হয় তাহলে তৎক্ষণাৎ বুঝানোর পরিবর্তে কোনো উপযুক্ত সময়ে অনুভূতিহীন পদ্ধতিতে বুঝান।

(৫) শিশুর উপস্থিতিতে অন্যদের বলবেন না যে, "সে খুব সংকোচবোধ করে, বরং যদি অন্য কেউ তার সামনে তার সম্পর্কে এ কথা বলে, তবে হ্যাঁর সাথে হ্যাঁ বলার পরিবর্তে সেই কথাটি একটি সুন্দর দিকে ঘুরিয়ে দিন, যেমন ﷲ ﻣﺎﺷﺎﺀ এখন তো সে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে শুরু করেছে, তবে আপনি যে দিকেই কথা ঘুরান না কেন সত্য থেকে বিচ্যুত হবেন না।

(৬) শিশু তার সংকোচের কারণে যে কর্মকাণ্ড থেকে দূরে সরে থাকে, সেই কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে তার উপর কখনো চাপ প্রয়োগ করবেন না বরং তা নোট করে রাখুন, অতঃপর ক্রমান্বয়ে তাকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে সেই কর্মকাণ্ডে আংশিক অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করুন। কখনও মৌখিকভাবে পরিপূর্ণরূপে এবং কখনো আংশিক রূপে, যদিও তা মুচকি হাসির মাধ্যমে হোক।

(৭) সংকোচবোধকারী শিশু যদি খেলাধুলা বা কোনো কিছুতে অংশগ্রহণ করে এবং ব্যর্থ হয়, তবে বারবার ব্যর্থ হওয়ার পরও তার সামনে রাগ বা খিটখিটে মেজাজ প্রকাশ করবেন না, চেহারায়ও কোনো পরিতাপের চিহ্ন প্রকাশ করবেন না, বরং হাসিমুখে তাকে বলবেন যে, শুরুতে সাধারণত অসুবিধা আসে এছাড়া ভবিষ্যতে উন্নতির বিশ্বাসও তৈরি করুন।

(৮) মাঝে মাঝে বিভিন্ন খেলায় শিশুর সাথে নিজেও অংশগ্রহণ করুন, তবে ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে এ্যাকশনের আরও সুযোগ দিন।

(৯) শিশু কথা বললে তার দিকে মনোযোগ দিন, তাকে বেশি কথা বলার সুযোগ দিন, যাতে তার হৃদয় প্রসস্থ হয়, এছাড়া শিশুর প্রশ্নের সন্তোষজনক ও তথ্যবহুল উত্তর দিন।

(১০) দ্বিধা ও সংকোচবোধকারী অথবা অল্প সাহসী শিশুদেরকে আত্মীয়-স্বজন ও এলাকাবাসী অথবা ক্লাসের অন্যান্য শিশুদের সাথে কিংবা তার নিজের ভাই-বোনদের সাথে কখনো তুলনা করবেন না। অর্থাৎ নোট করা ভিন্ন বিষয়, তবে এই শিশুর সামনে মৌখিকভাবে তুলনামূলক মন্তব্য

এবং নেতিবাচক বিশ্লেষণ করবেন না, কারণ এটি তাকে কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করবে, তার আত্মসম্মানে আঘাত করবে এবং হীনমন্যতা তাকে আরো সংকোচবোধ করতে বাধ্য করে তুলবে।

(১১) সংকোচবোধকারী শিশুকে বেশি Active এবং বুদ্ধিমান শিশুদের সাথে রাখার পরিবর্তে তাদের তুলনায় অল্পবয়সী এবং সহজ সরল শিশুদের সাথে রাখুন, এছাড়া তাদের খেলনা learning objects ev Moral /Informative books সরবরাহ করুন এবং কথায় তাদের বড় করে তুলুন। উদাহরণস্বরূপ; তাদের বলুন যে, " বৎস! আপনি এদিকে খেয়াল রাখেন, তাকে অমুক অমুক বিষয় বলুন বা অমুক খেলা শেখান, যা আপনি পারেন অথবা কিতাব পড়ে শুনান, যাতে সে কিছুটা হলেও নিজের শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করে এবং তার সংকোচ দূর হয়।

(১২) যদি পরিবারের সদস্য বা আত্মীয়স্বজন ইত্যাদির বাড়িতে যান এবং আপনার এই সন্তান কারো সাথে কথা বলে, তাহলে তাকে বারবার সাবধান করবেন না, সবার সামনে আদব বা কথাবার্তার পদ্ধতি শেখানো থেকে বিরত থাকুন, এমন পরিস্থিতিতে শিশু শিখতে তো পারেই না কিন্তু তার সংকোচ অবশ্যই বৃদ্ধি পায়।

(১৩) পিতা-মাতার উচিৎ, স্কুলের শিক্ষক এবং টিউটরদের সন্তানের আত্মবিশ্বাসের অভাব এবং দ্বিধা সম্পর্কে অবহিত করা, যাতে তারা সন্তানের সাথে সেই অনুযায়ী আচরণ করে।

(১৪) শিশুর মাঝে আস্থা তৈরি করতে বা সংকোচ দূর করতে আপনার মনের অনুভূতি তার সামনে প্রকাশ করবেন না, শিশুর যত্ন অবশ্যই নিন কিন্তু শিশুর উপর এর বহিঃপ্রকাশ করবেন না অর্থাৎ তাকে এই বিষয়টি বেশি বুঝতে দিবেন না যে, আপনি তার সীমাতিরিক্ত দেখাশোনা করেন, কারণ এর মাধ্যমে শিশুর সংকোচ এবং আস্থাহীনতার প্রবণতা বাড়বে।

(১৫) পিতা-মাতার উচিৎ, এমন শিশুকে অতিরিক্ত নিজের সাথে সংযুক্ত না রাখা, বরং তাকে ছোটখাটো কাজের জন্য পাঠানো, তবে তা এভাবে যে, শিশু যেনো আপনার চোখের সামনেই থাকে, উদাহরণস্বরূপ; সন্তানের পাশে থেকে তাকে সামনের দোকান থেকে কিছু আনতে পাঠান। কোনো নিরাপদ পথে হাঁটার সময় তার পিছনে থাকুন এবং তাকে আপনার থেকে কয়েক কদম সামনে চলতে বলুন, কোনো নিকটস্থ ব্যক্তি থেকে কোনো ছোটখাটো বিষয় জিজ্ঞাসা করতে বা কথা বলতে শিশুটিকে বার্তাবাহক হিসাবে পাঠান, মসজিদে শিশুর মাধ্যমে অনুদান দিন, তদ্রুপ পথে অবস্থিত Donation cell ইত্যাদিতে অনুদান ইত্যাদি।

(১৬) পিতামাতার উচিৎ, সন্তানের সংকোচবোধের বিষয়টি ধীরে ধীরে দূর করা, তালুতে সরিষা জমানোর চেষ্টা শিশুকে আরও নার্ভাস করে তুলতে পারে।

যদি সন্তানের সংকোচবোধ দূর করতে এবং আস্থাহীনতা সুলভ আচরণ এবং অনুভূতি পরিবর্তন করতে সফল না হন, তবে কোনো ডাক্তার, মনোবিজ্ঞানীর, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করা যেতে পারে।

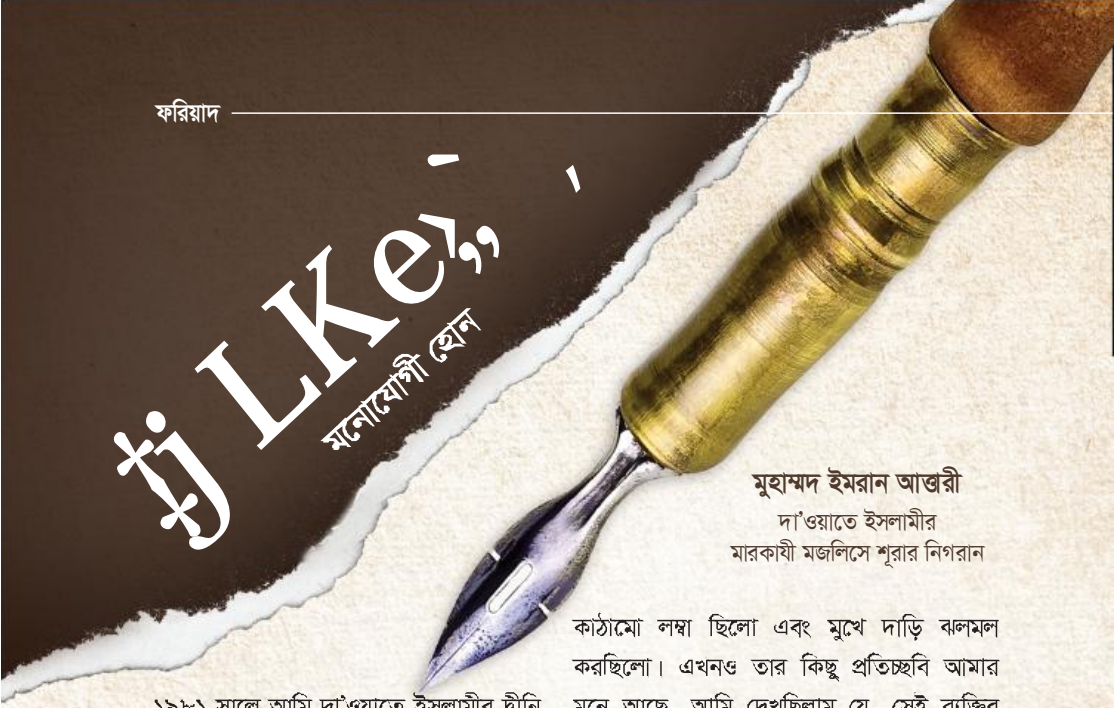

মনোযোগী হোন

মুহাম্মদ ইমরান আত্তারী
দা'ওয়াতে ইসলামীর
মারকাযী মজলিসে শূরার নিগরান

১৯৮১ সালে আমি দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করি এবং ১৯৯২ সালে আল্লাহর কৃপায় হজ্জ করার সৌভাগ্য লাভ করি। তখন আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ও হজ্জের সৌভাগ্য লাভ করেন। আমাদের ফ্লাইট দু-একদিন আগে পরে ছিলো। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সাথে আশিকানে রাসূলের সাক্ষাতের প্রোগ্রাম হতো। একবার আমিও গভীর রাতে সেই স্থানে উপস্থিত হলাম, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর আশেপাশে প্রচুর আশিকানে রাসূল জড়ো হয়েছিলো, সাক্ষাতও হচ্ছিলো এবং مَشَآءَاللّٰه খুবই ভালো চলছিলো, কিন্তু এই সবই আমার জন্য নতুন ছিলো, তখন আমি আমার পাশে একজন লম্বা জুব্বা পরিহিত অত্যন্ত সুদর্শন পাগড়ি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব দেখলাম, তাঁর শারীরিক কাঠামো লম্বা ছিলো এবং মুখে দাড়ি ঝলমল করছিলো। এখনও তার কিছু প্রতিচ্ছবি আমার মনে আছে, আমি দেখছিলাম যে, সেই ব্যক্তির উপর ভাবাবেগ সৃষ্টি হয়েছিলো এবং তার কান্নার মতো অবস্থা ছিলো। আমি তাকে চিনতাম না, কিন্তু তিনি আমাকে চিনতেন কি-না তা আমি জানিনা। তিনি আমার সাথে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সম্পর্কে স্বেচ্ছায় কথা বললেন এবং আমি জানি না কেনো বললেন, বলতে লাগলেন যে, "তুমি কি জানো এই ব্যক্তিত্ব কে এবং আমি কেনো তাঁর উপর প্রভাবিত? অতঃপর নিজেই বলতে লাগলেন যে, আমি তার "ফয়যানে সুন্নাত" কিতাবটি পড়েছি, যাতে আল্লাহর নামের সাথে عزوجل, প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র নামের সাথে দুরূদ শরীফ, সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর নামের সাথে رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এবং অন্যান্য বুযুর্গানে দ্বীনের নামের সাথে رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه ইত্যাদির যে

অপরিহার্যতা রয়েছে, তা আমি আমার জীবনে কোথাও দেখিনি, পবিত্র নামের সাথে এমন আয়োজন এবং অপরিহার্যতা আমি অন্য কোন কিতাবে পড়িনি, এটি এমন একটি বিশেষ বিষয়, যা আমাকে এই ব্যক্তিকে ভালবাসতে বাধ্য করেছে যে, তিনি এতো বেশি আল্লাহ পাক, তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এবং অন্যান্য বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ কে ভালবাসেন।

হে লেখকবৃন্দ! লেখনীর মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করার প্রক্রিয়া বহু পুরোনো। ওলামায়ে কিরাম প্রতিটি যুগে আল্লাহর বান্দাদেরকে তাঁর দিকে আহ্বান ও নেকীর দাওয়াত প্রচার করার জন্য বয়ানের পাশাপাশি লেখনীর সাহায্যও নিয়েছেন। এছাড়া লেখনী হোক বা বয়ান উভয় ক্ষেত্রেই সম্মানিত মনীষীদের আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা অতীব জরুরি। অনেকে তাদের লেখনীতে যখন আল্লাহর নাম লেখেন, তখন তার সাথে "তা'আলা" বা "পাক" শব্দ বা "جَلَّ جَلَالُه" ইত্যাদি কিছুই লিখেন না। তদ্রুপ আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, মুহাম্মদে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র নাম মোবারক যেখানে লেখনীর মধ্যে আসে সেখানে দুরূদে পাক লিখেন না, অনুরূপভাবে সাহাবায়ে কিরাম ও অন্যান্য বুযুর্গানে দ্বীনের নাম শোনে এবং লিখে তাদের জন্য দোয়া মূলক শব্দাবলী বলতে এবং লিখতেও অলসতা করা হয়, নিজের লেখনীতে দুরূদে পাক লেখক তো বড়ই সৌভাগ্যবান, কারণ প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দুরূদে পাক লিখলো, তো যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফেরেশতারা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে।

(মুজামে আওসাত, ১/৪৯৭, হাদীস: ১৮৩৫)

হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান বিন উয়াইনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: আমার একজন ভাই ছিলো, মৃত্যুর পর তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম: مَا فَعَلَ اللهُ بِكَ؟ অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন? উত্তর দিলো: আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম: কোন আমলের কারণে? বললো: আমি হাদীস লিখতাম, যখনই নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কল্যাণময় আলোচনা আসতো, আমি সাওয়াবের নিয়্যতে صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লিখতাম, সেই আমলের বরকতেই আমার ক্ষমা হয়ে গেছে। (আল কাওলুল বদী', পৃষ্ঠা: ৪৬৩)

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে আমার শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه লিখেন: এই ঘটনা থেকে এটাও জানা গেলো, যখনই দুরূদ শরীফ পাঠ করবেন বা লিখবেন তখন অবশ্যই সাওয়াবের নিয়্যত হওয়া আবশ্যক আর এটা তো প্রতিটি কাজেই অপরিহার্য, যদি কোনো ভালো কাজে ভালো নিয়্যত না থাকে, তবে সাওয়াব অর্জিত হবে না। তাই প্রতিটি আমলের পূর্বে ভালো নিয়্যতের অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। দুরূদ শরীফ লেখা সংক্রান্ত কতিপয় মাদানী ফুল গ্রহণ করুন: যখনই প্রিয় নবীর পবিত্র নাম লিখবেন তখন মুখেও

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলবেন এবং লিখবেন, এছাড়া সম্পূর্ণ দুরূদে পাক লিখুন, এর স্থলে এর সংক্ষিপ্ত রূপ (সঃ) অথবা (দঃ) লিখা নাজায়িয ও অকাট্য হারাম। (বাহারে শরীয়ত, ১/৫৩৪) তদ্রুপ جَلَّ جَلَالُہٗ এর স্থলে (ج) বা عَلَيۡهِ السَّلَام এর স্থলে (আঃ), رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ এর স্থলে (রাঃ) এবং رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এর স্থলে (রঃ) লিখবেন না। (আবু জাহেলের মৃত্যু, পৃষ্ঠাঃ ২)

আমার আক্বা আলা হযরত, ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ বলেন: দুরূদ শরীফের পরিবর্তে সাধারণ লোকেরা যে (সঃ) (দঃ) (দরূদ) লেখে, তা নিছক অর্থহীন এবং অজ্ঞতা। اَلۡقَلَمُ اِحۡدَی اللِّسَانَيۡنِ (কলম দু'টি জিহ্বা হতে একটি জিহ্বা), যেমনিভাবে জিহ্বা দিয়ে দুরূদ শরীফের পরিবর্তে এই অর্থহীন শব্দগুলো বললে দুরূদ শরীফ আদায় হবে না, তেমনিভাবে এই অর্থহীন শব্দগুলো লেখা দুরূদ লেখার কাজ দিবে না। এমন অলস লেখা গুরুতর বঞ্চনা। আমি ভয় পাচ্ছি যে, এই ধরনের লোকেরা (৯ম পারা, সূরা: আ'রাফের ১৬২ নং আয়াতে বিদ্যমান আল্লাহ পাকের এই বাণী)

فَبَدَّلَ الَّذِيۡنَ ظَلَمُوۡا مِنۡهُمۡ قَوۡلًا غَيۡرَ الَّذِيۡ قِيۡلَ لَهُمۡ

<u>**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ**</u> অতঃপর তাদের মধ্যে যালিমগণ "বাক্য" বদলে দিলো সেটারই বিপরীত, যা বলার জন্য তাদের প্রতি নির্দেশ ছিলো।) এর আওতাভুক্ত না হয়ে যায়। পবিত্র নামের সাথে সর্বদা পূর্ণ দুরূদ শরীফ লিখা উচিত صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যাহ, ৯/৩১৪) আমার সকল আশিকানে রাসূলের নিকট ফরিয়াদ হলোঃ আল্লাহ পাকের নামের সাথে تعالٰی বা "পাক" শব্দ ইত্যাদি ভালো শব্দাবলি, এছাড়া প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলোচনার সময় সম্পূর্ণ দুরূদ শরীফ এবং সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان ও অন্যান্য বুযুর্গানে দ্বীনের নামের সাথে দোয়াসূচক শব্দ লেখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। আপনার বাড়িতে বিদ্যমান সম্মানিত নামের ফ্রেমেও যদি এই ধরনের সমস্যা থাকে, তবে তাও সংশোধন করে নিন। যে মাশায়েখগণ জীবদ্দশায় আছেন (আল্লাহ পাক তাঁদেরকে নিরাপদ রাখুন) তাদের নামের সাথেও দোয়াসূচক শব্দ লিখুন, আপনার মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ এবং কম্পিউটার ইত্যাদিতে যেখানে আপনি অনেক কিছু লেখেন, সেখানে একজন মুসলমান হিসেবে এই পবিত্র নামগুলির সাথে এই ব্যবস্থাও করুন, এতে অলসতা করবেন না। আল্লাহ করীম আমাদের প্রতি স্বীয় রহমতের দৃষ্টি দান করো এবং আমাদেরকে এই বিষয়গুলোর প্রতি মনোযোগ দেয়ার তৌফিক দান করো। اٰمِيۡن بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আসলাফের কলম থেকে

দ্বীনি শিক্ষায়তনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

মাওলানা রাশিদ আলী আত্তারী মাদানী

এই বিষয়টি সত্য যে, যেই চিন্তাভাবনা, প্রভাব এবং গঠনমুলক গভীরতা আসলাফে কিরামের কথাবার্তায় এবং লেখনিতে রয়েছে, আমরা এর খুবই কম অংশে পৌঁছাতে পারি। এটি বুযুর্গানে দ্বীনেরই ফয়যান যে, লাখো কোটি পৃষ্ঠার তাফসীর, হাদীসের ব্যাখ্যা, ফিকাহের আহকাম, পবিত্র জীবনি, ইসলামি ও বিশ্ব ইতিহাস এবং দুনিয়া বিমুখতা ও নৈতিকতার শিক্ষার ভান্ডার আমাদের রয়েছে। আসলাফে কিরামের কলমের শক্তি, জ্ঞানের প্রভাব, নিয়্যতের একনিষ্ঠতা এবং দ্বীনের দৃঢ়তার বিবেচনায় اِنْ شَآءَ اللّٰه "মাসিক ফয়যানে মদীনা"য় আসলাফে কিরামের লেখনির উদ্ধৃতি সম্বলিত একটি বিষয়বস্তু অন্তর্ভূক্ত করা হচ্ছে।

পর্যবেক্ষণাধীন বিষয়বস্তুতে আপনারা মহান চিন্তাবিদ ও মুফাসসীর সদরুল আফাযিল মুফতী নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর একটি প্রবন্ধ "মুদাররীসে ইসলামীয়া" এর উদ্ধৃতি পাঠ করবেন:

প্রত্যেক জাতির উন্নতি নির্ভর করে শিক্ষার উপর। যখন মানুষের মস্তিষ্কে উত্তম ধারনা, উন্নত উদ্দীপনা, সুন্দর তথ্য থাকবে তবে সে তার জ্ঞান ও প্রচেষ্টা দ্বারা যেকান কাজ করতে পারবে। নতুন প্রজন্মের মুসলমানদের জ্ঞান সাধারণত উপন্যাস ও প্রেম কাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে এবং এরই মতো ধ্বংসময় প্রভাব যা হওয়ার তাই হচ্ছে।

উন্নতির যুগ

মুসলমানদের উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি সামনে আনুন, তখন দেখা যাবে যে, আমাদের আসলাফগণ রাত দিন শিক্ষার উন্নয়নে ব্যস্ত ছিলেন। আর তাঁদের দৃষ্টিতে শিক্ষা সবকিছুর চেয়ে বেশি জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। অসংখ্য পাঠদান কেন্দ্র খোলা হয়েছিলো। ওলামাদের মোটা অংকের বেতন দেয়া হতো, শিক্ষার্থীদের জন্য ভাতা নির্ধারিত ছিলো। মুসলমানদের জ্ঞানে গুরুত্বপূর্ন শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষার্জনের উৎসাহ সৃষ্টি করতো। তাদের রাত অধ্যয়নে কেটে যেতো এবং তারা নিজের আত্মীয় স্বজন ও দেশকেও এই সময়ের জন্য ভুলে যেতো। এরই ফল ছিলো যে, দুনিয়ার দৃষ্টিতে তাদের সম্মান ছিলো, যেখানে তাঁদের থেকে সভ্যতা শিখার জন্য সারা বিশ্ব মাথা নত করতো। তারা যেই কাজের জন্য কদম বাড়াতো, সফলতা তাঁদেরকে অভিবাদন জানাতো। আজও যে জাতি সমৃদ্ধশালী এবং যুগ তার অনুকূলে, সে জাতি উন্নতি ও জ্ঞানের দিকে মনোনিবেশ করেছে এবং তারা সুদূর দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছে এবং দিন দিন তাদের উন্নতি ও বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চলছে।

উদ্দেশ্য

যেই প্রচেষ্টা কোন উদ্দেশ্যের জন্য করা হয়, তা দ্বারা সেই উদ্দেশ্য অর্জন করা যায়। যব বপন করে গম কাটার আশা করা বৃথা। বিল্ডিং নিশ্চয় উপকারী এবং কার্যকর জিনিস। বাজারের বিল্ডিং যে উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে তা তো এর দ্বারা পূরণ করা যায়, কিন্তু সেই বিল্ডিং দূর্গের কাজ করতে পারে না। একইভাবে স্বাস্থ্যবিধির জন্য যে শিক্ষা দেয়া হয়, তা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে কাজে আসে না। যদি আপনার ইঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজন হয় তবে সেই লক্ষ্যের জন্য আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন। মেডিকেল কলেজ এই প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারে না। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আইনজীবী এবং ব্যারিস্টার তৈরি করতে পারে না, কারণ তা এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়নি।

ইংরেজী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমাদের জন্য যথেষ্ট নয়

ইংরেজি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যতই উন্নত হোক বা সাধারন, কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি হোক বা মাধ্যমিক এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাদরাসা এবং মাকতাব, প্রাচ্য ভাষার স্কুল হোক বা পাশ্চাত্যই হোক না কেন, তা যে উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য তা থেকে অর্জন করা যাবে না তা মুসলমানকে মুসলমান বানাতে, ইসলামী জীবনের নিরাপত্তায়, ইসলামী অভ্যাস ও বৈশিষ্ট্যের চর্চা করতে, দ্বীনদারীর আকাঙ্খী ও অভ্যস্ত করতে কাজে আসবে না। এতে শিক্ষিত ছাত্ররা ইসলামী আকীদা, ইসলামী প্রেম-ভালোবাসা, ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য, ইসলামী আচরণ ও সমাজের আদর্শ হতে পারবে না।

শিক্ষার প্রভাব

শিক্ষা জাদুর মতো কাজ করে, যাদের মধ্যে প্রাথমিক বয়স থেকেই ইউরোপীয় শিক্ষায় আসক্তি হয়ে গেছে এবং পাশ্চাত্যকরণ তাদের দ্বিতীয় অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। যদি তারা তাদের ধর্মীয় ভেদাভেদকে মুছে দেয় তবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। মুসলমানদের ধ্বংসের এটি একটি বড় কারণ যে, তারা ধর্মীয় শিক্ষার সাথে সম্পর্কহীন থাকার কারণে নিজের মুসলমানদের বৈশিষ্ট্যগুলি সংরক্ষণ করতে পারেনি। আর নিজের জাতিয় জীবনকে তারা নিজেরাই ধ্বংস করে নিয়েছে। বিশ্বের সকল উন্নত জাতি তাদের জাতিয় বৈশিষ্ট্যগুলো সংরক্ষণ করে আর এতেই তাদের জীবন

মাদরাসার ঘাটতি

মাদরাসা ও পাঠদান কেন্দ্র খুবই কম এবং যেহেতু আমাদের জ্ঞানের আগ্রহ নষ্ট হয়ে গেছে, তাই সাধারণ মস্তিষ্কে মাদরাসা কোন প্রয়োজনীয় বা উপযোগী জিনিসও মনে করা হয় না। এ কারণেই মাদরাসার স্বল্প সংখ্যা মুসলমানদের নিকট খুবই যথেষ্ট বরং প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলে মনে হয়। নিয়ম হলো; যেই জিনিসের প্রতি মানুষের আগ্রহ থাকে না, তা কম হলেও বেশি মনে হয়। (মাকালাতে সদরুল আফাযিল, ৩৭৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সদরুল আফাযিল মুফতি সৈয়দ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মাদরাসার ব্যাপারে যেই চিত্রটি তুলে ধরেছেন তা পাক-ভারত আলাদা হওয়ার পূর্বের, কিন্তু বাস্তবতা হলো যে, আজও পরিস্থিতি এমনই। এটা তো আল্লাহ পাকের অনেক বড় অনুগ্রহ যে, ওলামায়ে আহলে সুন্নাতগণ আপন প্রচেষ্টায় দ্বীনি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰه দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিও আল্লাহ পাকের অনেক দয়া হয়েছে যে, তা শুধু দেশেই নয় বরং সারা বিশ্বে দ্বীনি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছে। এই পর্যন্ত (ডিসেম্বর ২০২৩ইং) দা'ওয়াতে ইসলামীর অধীনে ১৪ হাজারেরও বেশি দ্বীনি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যাতে ৫ লাখেরও বেশি ছাত্র ও ছাত্রী দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করছে। আর اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই ধারাবাহিকতা আরো দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এরপরও সারা বিশ্বে আমাদের আরো অনেক দ্বীনি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা জরুরী, আসুন! আপনিও এই মিশনে দা'ওয়াতে ইসলামীকে সহায়তা করুন এবং সদরুল আফাযিল মুফতি সৈয়দ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদির দ্বীনের ব্যথা নিরাময় করুন।

ওয়াযিফা

ফুলার রূহানী চিকিৎসা

যদি শরীরের কোথাও ফুলে যায় তবে ৬৭ বার "لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه" লিখে (লিখিয়ে) নিজের কাছে রাখুন বা তাবিয বানিয়ে পরিধান করুন اِنْ شَآءَ اللّٰه, ফুলা দূর হবে। (অসুস্থ আবিদ, পৃষ্ঠা: ৩৭)

সুসম্পর্ক পাওয়ার জন্য

যেসব মেয়ের বিয়ে হয় না বা সম্পর্কে এসে ভেঙে যায়, তাদের উচিৎ ফজরের নামাযের পর ৩১২ বার "يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام" পাঠ করে সুসম্পর্কের জন্য দোয়া করা। اِنْ شَآءَ اللّٰه অতি দ্রুত বিয়ে হবে এবং স্বামী ন্যায়পরায়ণ হবে। (ব্যাঙ আরোই বিচ্ছু, পৃষ্ঠা: ২৩)

প্লীহা রোগের রূহানী চিকিৎসা

সূরা রহমান লিখে ধুয়ে প্লীহা রোগের রোগীকে পান করানো খুবই ফলদায়ক। (মাদানী পাঞ্জেসূরা, পৃষ্ঠা: ৯৫)

জন্ডিস থেকে সুরক্ষার তাবীয

সূরা বায়্যিনাহ লিখে একটি তাবীয বানিয়ে গলায় পরিধান করুন اِنْ شَآءَ اللّٰه জন্ডিস চলে যাবে।

(অসুস্থ আবিদ, পৃষ্ঠা: ২৯)

লাভের মধ্যে ক্ষতি করবেন না!

কৃত: শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه।

নেকী করা নিঃসন্দেহে সাওয়াবের কাজ, কিন্তু কখনও কখনও শয়তান নেকী করিয়ে ফাঁসিয়ে দেয় এবং লাভের মধ্যেই ক্ষতি করিয়ে দেয়, উদাহরণস্বরূপ: নেকী করিয়ে কাউকে লৌকিকতায় লিপ্ত করে দেয়, তদ্রূপ কোনো কোনো কাজ প্রকাশ্যভাবে নেকী মনে হয় কিন্তু তাতে অপর ব্যক্তির হক ক্ষুন্ন এবং মনে কষ্ট দেয়া হয়, যেমন: কেউ ঘুমন্ত ব্যক্তির নিকট উচ্চস্বরে তিলাওয়াত করছে, যার কারণে বারবার ঘুমন্ত ব্যক্তির চোখ খুলে যাচ্ছে এবং সে অনুরোধও করছে যে, একটু নিম্নস্বরে তিলাওয়াত করুন! কিন্তু তিলাওয়াতকারী বলে যে, তুমি আমাকে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত থেকে বাধা দিচ্ছো! মনে রাখবেন! এমতাবস্থায় তিলাওয়াতকারী গুনাহগার হবে। ([illegible], পৃষ্ঠা [illegible]) একইভাবে কিছু লোক অলিগলি ও এলাকায় মধ্যরাত পর্যন্ত ইকো সাউন্ড দিয়ে নাত মাহফিল করে, যার কারণে আশেপাশের বাড়ির লোকেরা পেরেশান হয় এবং শিশু, বৃদ্ধ, অসুস্থ মানুষ ইত্যাদি ঘুমাতে পারে না। মনে রাখবেন! যদি এলাকার দু-চারজন লোক নাত মাহফিলে আপনার সাথে শরীক থাকে তবে এর মানে এই নয় যে, একদিনের শিশু, ১০০ বছরের বৃদ্ধা এবং হৃদরোগীও আপনাকে সমর্থন করছে যে, জোরে জোরে ইকো সাউন্ড বাজাও। এমন পরিস্থিতিতে যদি কেউ তাকে নাত পাঠ করতে বাধা দেয়, তখন তাকে বলে: "তুমি আমাদেরকে নাত পাঠ করতে বাধা দিচ্ছো, তদ্রূপ কিছু লোক রবিউল আউয়াল শরীফের রাতে বড় বড় স্পিকার লাগিয়ে, সেগুলোর মুখ কারো বাড়ির দিকে করে দেয়, যার দরুন সেই অসহায় লোকেরা ঘুমাতে পারে না। যদি তারা এ ব্যাপারে অভিযোগ করে, তবে কখনও কখনও স্পিকারের লোকেরা ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয়ে যায়। অথচ এসব শয়তান আমাদের দ্বারা করাচ্ছে এবং আমরা মনে করি যে, আমরা অনেক নেককার এবং বড় আশিকে রাসূল। আমাদের কণ্ঠস্বরেও যেনো কেউ কষ্ট না পায়, এ কারণেই ইহরাম পরিহিত ব্যক্তির তালবিয়া (অর্থাৎ লাব্বাইক) পড়ার ব্যাপারে লেখা রয়েছে যে, ইসলামী ভাইয়েরা উচ্চস্বরে লাব্বাইক বলবেন, তবে এতো উচ্চস্বরেও বলবে না যে, তা দ্বারা নিজের অথবা অপরকে কষ্ট হয়। (রফীকুল হারামাইন, পৃষ্ঠা [illegible])

আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে শরীয়তের সীমায় অবস্থান করে নেকী করার এবং নিজের নেকী নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করার তৌফিক দান করো। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(দ্রষ্টব্য: এই নিবন্ধটি ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০ইং অনুষ্ঠিত মাদানী মুযাকারা থেকে নেয়ার পর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মাধ্যমে সংযোজন বিয়োজন করে উপস্থাপন করা হলো।)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস: ১৯২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭৬৮-১১২৭২৬

ঢাকা শাখা: ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

চট্টগ্রাম শাখা: আল-কাউছার শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৯২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৫৫৫০৩৫৯৯

কুমিল্লা শাখা: কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৫২৬

সৈয়দপুর শাখা: পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ সংলগ্ন, সৈয়দপুর, নীলফামারী। ০১৮৭৬৬৬৪০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net

01180606